শফিকুল ইসলামের

শ্রেষ্ঠ প্রতিবাদী কবিতা

০

কবি শফিকুল ইসলাম বিপ্লবী কবি।
তার কাব্যের বিষয়বস্তু হচ্ছে সাম্যবাদী চেতনা।
তার লক্ষ্য
শোষণ বঞ্চনা নিপীড়ন নির্যাতনে নিষ্পেষিত মানুষের মুক্তি অন্বেষা।
তার দুটি প্রতিবাদী কাব্যগ্রন্থ
'দহন কালের কাব্য' ও 'প্রত্যয়ী যাত্রা' কাব্যগ্রন্থসহ
বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও সংকলনে প্রকাশিত কবিতা নিয়ে
'কবি শফিকুল ইসলামের শ্রেষ্ঠ প্রতিবাদী কবিতা' নামে
কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হল।

আজকে সীমাহীন শোষণ নির্যাতন নির্লজ্জ ও নির্দয়ভাবে
তার মুখোশ উন্মোচন করে
প্রকাশ্যে অবাধে উদ্ধতভাবে তার কালো থাবা বিস্তার করেছে।
প্রতিবাদ,বিবেকের আহ্বান,নৈতিক চেতনার বাণী
কিছুরই ধার ধারছে না কায়েমী স্বার্থবাদী পুজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা।

তাই আজ বৈষম্যরিোধী, মানবতাবাদী, প্রতিবাদী জনগোষ্ঠীকে
তাদের চেতনা আরো শাণিত করতে হবে।
শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিই পারে একজন আদর্শবাদী, ত্যাগী
বিপ্লবী মানস তৈরী করতে।
তাই আজকের বিপ্লবীকে আরো বেশী বেশী প্রতিবাদী সাহিত্য
অধ্যয়ন ও অনুশীলন করতে হবে।
কবির সংগ্রামী চেতনা হৃদয়ে ধারণ করতে হবে,
ছড়িয়ে দিতে হবে পথে-প্রান্তরে প্রতিটি প্রাণে প্রাণে।

'কবি শফিকুল ইসলামের শ্রেষ্ঠ প্রতিবাদী কবিতা' গ্রন্থটি
আজকের দিনে তাই একান্ত প্রাসঙ্গিক।

শফিকুল ইসলামের জন্ম সিলেট জেলায়।
জন্ম তারিখ ১০ই ফেব্রুয়ারী।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি ও সমাজকল্যাণে
স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন।
এছাড়া এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ থেকে
এমএ ইন ইসলামিক ষ্টাডিজ ডিগ্রী অর্জন করেন।
ছাত্রাবস্থা থেকে কাব্য চর্চ্চা করছেন।

১৯৮১সালে 'বাংলাদেশ পরিষদ সাহিত্য পুরস্কার' লাভ
করেন।এছাড়া 'লেখক সম্মাননা পদক ২০০৮' প্রাপ্ত হন।
সম্প্রতি তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে অবদানের জন্য নজরুল স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হন।
তিনি বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের তালিকাভূক্ত গীতিকার।

প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থসমূহ ঃ
'এই ঘর এই লোকালয়'(২০০০)
'একটি আকাশ ও অনেক বৃষ্টি'(২০০৪)
'তবু ও বৃষ্টি আসুক'(২০০৭)
'শ্রাবণ দিনের কাব্য'(২০১০)
'দহন কালের কাব্য'(২০১১)
'প্রত্যয়ী যাত্রা'(২০১২)।

গীতি সংকলন ঃ
'মেঘ ভাঙ্গা রোদ্দুর'(২০০৮)

ই-মেইল ঃ sfk505@yahoo.com

উৎসর্গ

প্রকাশ্যে কিংবা লোকচক্ষুর অন্তরালে
যারা আজ ও
জনতার মুক্তি সংগ্রাম
এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে
কাজ করে চলেছেন,
এবং
জনতার বিজয় একদিন হবেই
এই প্রত্যয়ে যারা বিশ্বাসী
সেইসব অমিত আশাবাদী
অসমসাহসী মানুষদের উদ্দেশ্যে....

সুচিপত্র

সম্মুখে বাধা আছে পথ বন্ধুর ০৬
পথ যতো হোক বন্ধুর ,বন্ধু যেওনা থামি ০৭
যা কিছু দূর্জয় আমরা জয় করবো ০৮
জীবনকে যদি পেতে চাও ০৯
ঝড় এবার শুধু একটা ঝড় আসুক ১০
বেচে থাকাটাই শেষ কথা নয় ১১
আশা ও আশ্বাসের দিন অপগত ১২
আমি প্রতিদিন স্বপ্ন দেখি ১৩
একদিন জাগবো আমি প্রচন্ডভাবে ১৪
আমার দেশের শ্রমিকের বলিষ্ঠ বাহু ১৫
জয় হবে জয় হবে ১৬
এসো আজ মুক্ত বিশ্বের গান গাই ১৭
বিশ্ব বিপ্লবী চেগুয়েভারা স্মরণে ১৮
মৃত্যুভয়ে যেজন ভীত ২০
আজ নিখিল আর্ত মানবতা ২১
হারিয়ে যাবে কি বন্ধু অবশেষে ২২
জানি এ রাতের শেষে আসবে ২৩
পড়ে পড়ে আর মার খাবনা মা ২৪
হাতের শৃংখল পরে খুলো ২৫
কমরেড আমরা প্রস্তুত ২৬
কমরেড এক অসম যুদ্ধে ২৭
কমরেড তুমি ঘুমাও ২৮
আমরা একটা নতুন পৃথিবী গড়বো ২৯
জনতার শক্তি বড় শক্তি ৩০
তুমি আমি কেউ নইকো আলাদা ৩১
শ্রমজীবি জনতা গড়ে তোল ঐক্য ৩২
একটি মুক্ত পৃথিবীর জন্য ৩৩
৩৪ আমাদের কেন খুজো হন্যে হয়ে
৩৬ আমাদের ভুল বুঝো না
৩৭ আধার দেখে ভয় ওেনা
৩৮ মরতে তো হবে সবাইকে একদিন
৩৯ মানুষ আর কতটুকু মানুষ
৪০ প্রাণের যত ভীরুতা আর
৪১ সময় এসেছে এবার
৪২ দিগন্তে আজ ঝড় অত্যাসন্ন
৪৩ শেষ যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে এখানে
৪৪ আমাদের সঙ্গী জাগ্রত জনতা
৪৫ আজ লাঞ্চিত বঞ্চিত মানুষের দীর্ঘশ্বাসে
৪৬ আমরা চাইতে আসিনি কিছু
৪৭ ভাগ্যের দোহাই দিয়ে করবে প্রবঞ্চনা
৪৮ আমরা কৃষক এ মাটির সন্তান
৪৯ বেশী কিছু চাইনি তো আমরা
৫০ মানুষের অধিকার আজ ভুলুণ্ঠিত
৫১ এই মাটি এই আকাশ
৫২ দেখতে দেখতে ক্রমশ সবকিছু
৫৪ অপেক্ষায় আছি
৫৫ জনতার শক্তি বড় শক্তি এই মনোবলে
৫৬ আমরা খুব কাছে এসে গেছি
৫৭ হে তরুণ তোমা পানে চেয়ে আছে
৫৮ হে তরুণ তুমি শুধু বল 'জয় হবে'
৫৯ মুক্তি পিয়াসী
৬০ কোথাও প্রবেশাধিকার নেই
৬২ সংক্ষুব্ধ পংক্তিমালা
৬৭ আমরা আজকে এমন এক জায়গায়

প্রত্যয়ী যাত্রা ৭০
সামনে অসীম আধার কালো রাত্রি ৭১
ঝড়ো দিনের সংলাপ ৭২
ঘর ছেড়ে সব বেরিয়ে পড়ো ৭৩
বন্ধু তুমি এতটা ভেঙে পড়না এখুনি ৭৪
বন্ধু তুমি এগিয়ে যাও ৭৫
বন্ধু তুমি এতটা ভেঙে পড়না,শুনো ৭৬
আমাকে শুধু একটি গান গাইতে দাও ৭৭
দেশ আজ দেখেছে অনেক ৭৮
ঢাকার গান ৭৯
ঢাকা আমার স্বপ্নের নগরী ঢাকা ৮০
এই স্মৃতির শহর ঢাকা ৮১
ঢাকা আমার আলো-ঝলমল স্বপ্ননগরী ঢাকা ৮২
এই যে মহানগরী সবাই ছুটছে ৮৩
যত সুন্দর আমার এ শহর ৮৪
এই শহরে একটা বাঘ এসেছে ৮৫
৮৭ পত্রিকার পাতা খুললেই
৮৮ হে বিশ্ববাসী মহারাষ্ট্রনায়কগণ
৯০ কবিতায় আর গানে বহুবার
৯১ পত্রিকার পাতা খুললেই চোখে পড়ে
৯২ আমাকে কিছুই বলতে দেয়া হচ্ছে না
৯৪ বন্ধু বলতে পারো কি
৯৫ যারা মাঠে ফলাবে ফসল
৯৬ বন্ধু তুমি বুকে নিয়ে সাহস, বাহুতে বল
৯৭ বন্ধু তোমার চেতনার আলো
৯৮ আধার দেখে বন্ধু তুমি
৯৯ বন্ধু তুমি সত্যকে জেনেছ
১০০ বন্ধু তুমি কেদনা
১০১ যে বিধান দিতে পারেনি
১০২ সত্য ও সুন্দরের আকাঙ্খা চিরন্তন
১০৩ পথের ধারে যে মানুষটি কাদছে
১০৪ ঐ যে অকারণ হৈচৈ করে বেড়ানো
এই পৃথিবী আমার স্বদেশ ১০৫

সম্মুখে বাধা আছে পথ বন্ধুর

সম্মুখে বাধা আছে পথ বন্ধুর
তবু জানি যেতে হবে বহুদূর ॥

পায়ে ফুটুক যতই কাটা
থামলে চলবেনা এপথ হাটা
সীমিত সময়,পথ অনেক দূর ॥

চলতে পথে শত কুমন্ত্রণা
হাসি মুখে সয়ে যত যন্ত্রনা
করতে হবে মোকাবিলা শত্রুর ॥

সত্যের পথ কুসুমিত নয়
জেনেই বিপ্লবীর চলতে হয়
বিপ্লবী মন পরোয়া করেনা মৃত্যুর ॥

পথ যতো হোক বন্ধুর ,বন্ধু যেওনা থামি

পথ যতো হোক বন্ধুর ,বন্ধু যেওনা থামি
আসবেই আসবে সুন্দর আগামী ॥

আধার দেখে চমকে উঠনা ত্রাসে
আধার রাতের শেষে সূর্য হাসে
আজ মাভৈ বানী শোনাই তোমায় আমি ॥

সত্যের পথ কখনও সংক্ষিপ্ত নয়
সত্যের পথ কখনও নিষ্কন্টক নয়
জানে পৃথিবীর সব মুক্তিকামী ॥

মাঝ পথে তুমি থমকে দাড়িয়ে পড়না
সামনে আছে শুনে মৃত্যুর সম্ভাবনা
মৃত্যুহীন কোন জীবন নেই জানো তুমি ॥

দ্বিধাহীন চিত্তে যারা দিয়ে গেছে জীবন
তারাই পৃথিবীতে এনেছে নব জীবন
প্রমাণ দিয়েছে জীবনের চেয়ে সত্যই দামী ॥

দীর্ঘ পথের ক্লান্তি সইতে না পেরে
অনেকেই পথ হয়ত দেবে ছেড়ে
শত বাধা বিঘ্নে বুকে আশা জ্বালিয়ে রেখো তুমি ॥

সত্যের পথে নেই কোন যাত্রা বিরতি
অবিশ্রান্ত পথ চলাই আনবে মুক্তি
নতুন দিনের আমন্ত্রণ জানাই তোমায় আমি ॥

যা কিছু দুর্জয় আমরা জয় করবো

যা কিছু দুর্জয় আমরা জয় করবো
যা কিছু দুর্গম আমরা অতিক্রম করবো ॥
আমাদের পথচলা নয় গড়া পথ ধরে
আমরা পথ চলবো পথ গড়ে গড়ে
সমতল পথ ছেড়ে আমরা বন্ধুর পথে নামবো ॥

আমরা মন্দের আনবো মন্দ নিয়তি
সুন্দরের আনবো সুন্দরতম পরিণতি
আমরা অনন্তের অন্ত, অসীমের সীমা খুজবো ॥

জীবনকে যদি পেতে চাও

জীবনকে যদি পেতে চাও
আপন হাতের দৃঢ় মুঠোয়,
পেতে চাও দৃঢ় অধিকারে--
তবে ছিন্ন করো স্বপ্নের বন্ধন।

বেরিয়ে পড়ো
তন্দ্রাকে করো দূর,
যুদ্ধ করো
সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ো
মুখোমুখি দাড়াও রূঢ় বাস্তবের–
উদ্ধত আকাংখার কাছে
নির্বিকার জীবন চিরদিন পরাহত ॥

ঝড় এবার শুধু একটা ঝড় আসুক

ঝড় এবার শুধু একটা ঝড় আসুক
একটা কিছু হোক,এবার একটা কিছু হোক ॥
দেয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে দেখছ কি
পালাবার পথ রুদ্ধ,দাড়াতে হবে মুখোমুখি--
নামো এবার রাজপথে সাহসে বেধে বুক ॥

বৃথাই চেয়েছ করুণা এতদিন অশ্রুজলে
আপন অধিকার কেড়ে নিতে হয় বাহুবলে--
আমাদের পানে চেয়ে আছে কোটি লাঞ্ছিত মুখ ॥

দিলে শ্রম,রক্ত, ঘাম কিছু তো বাকী নয়
ওদের তবে কেন আর করো এত ভয়--
আলোতে ও ওরা দেখে না, অন্ধ ওদের চোখ ॥

বেচে থাকাটাই শেষ কথা নয়

বেচে থাকাটাই শেষ কথা নয়
বাচার মত বাচাই বড় কথা
শেষ পর্যন্ত শির উচু করে
থাকাটাই শেষ কথা ॥

পৃথিবীতে কত প্রাণী বেচে আছে
মূষিক বাচে ,সিংহ ও বেচে আছে
সিংহের মত বাচাটাই বড় কথা
নরসিংহ হয়ে বাচাই সার্থকতা ॥

এড়াতে চাইলেও বিরোধিতা
সব সময় সম্ভব হয় না–
যতই হোক অসম সমর
জেনো প্রতিবাদই বড় কথা–
আসবে সাফল্য নয় তো ব্যর্থতা ॥

আশা ও আশ্বাসের দিন অপগত

আশা ও আশ্বাসের দিন অপগত
বিশ্বাসের দিন বিলুপ্ত
অতীতের অতিকায় লুপ্তপ্রায় প্রণীর মত।
মনুষ্য মর্যাদা তাই বারবার লাঞ্ছিত,
মানবিক বিশ্বাস সংশয়ে প্রশ্নবিদ্ধ ॥

হায়, কবে ফিরে পাবে মানুষ
মানুষের প্রতি সেই আস্থা–
বিপদে-সম্পদে কবে আবার
মানুষের পারস্পরিক উপস্থিতি
হবে নিশ্চিত ও অনিবার্য ॥

আমি প্রতিদিন স্বপ্ন দেখি

আমি প্রতিদিন স্বপ্ন দেখি
একটি সুখী পৃথিবীর
এক নতুন পৃথিবীর–
যেখানে মানবিক প্রয়াস নিবেদিত
মানবিক কল্যাণে।
প্রতিদিনকার নিত্যনৈমিত্তিক
দ্বন্দ্ব সংঘাত হতে
আমি বাচিয়ে রাখি
আমার এ স্বপ্নকে সযত্নে
এক উজ্জল আশায়।

যেখানে মানুষ আবার
সব হিংসা-দ্বেষ বৈরীতা-বৈষম্য ভূলে
পরস্পর ভালবাসার হাত ধরে
দাড়াবে এক সারিতে
নব জীবনের উজ্জল সূর্যের প্রত্যাশায় ॥

শত অশ্লীল কোলাহলে
স্বার্থ-কলুষিত হানাহানিতে ও
আমার এ স্বপ্ন
আমি হারাতে দেবনা, কিছুতেই দেবনা ॥

একদিন জাগবো আমি প্রচন্ডভাবে

একদিন জাগবো আমি প্রচন্ডভাবে
দেখতে সবাই আমাকে অবাক বিস্ময়ে
পুরনো আমাকে নতুন করে চিনবে সবাই নব পরিচয়ে ॥

আমার মাঝে সুপ্ত আগ্নেয় প্রতিভা
চমকে দেবে সবাইকে সহসা
প্রচন্ড বিষ্ফোরণে এই পৃথিবীটাকে দেবো কাপিয়ে ॥

পোষমানা এই প্রাণের তলে
যে আপোষহীন প্রাণ কথা বলে
তার অভাবিত প্রকাশে সবাই যাবে অবাক হয়ে ॥

জ্বলে উঠে হয়তো নিভে যাবো চিরতরে
তবু যে আগুন জ্বালবো ঘরে ঘরে
তা জ্বলবে যুগ যুগ ধরে
আমি যাবো,যাবার আগে পৃথিবীটাকে যাবো কাপিয়ে ॥

আমার দেশের শ্রমিকের বলিষ্ঠ বাহু

আমার দেশের শ্রমিকের বলিষ্ঠ বাহু
আমার সংগ্রামী উদ্দীপনা–
কৃষকের ঘামে ভেজা মুখ বাচার প্রেরণা ॥

যে শ্রমিক কাজ করে কলেকারখানায়
যে কৃষক মাঠে ফসল ফলায়
সভ্যতার পথ যারা গড়ে দিল
তারাই আমার স্বজন,আমার চিরচেনা ॥

মাটির পৃথিবীকে যারা দিল প্রাণ
অথচ যারা পেলনা মানুষের সম্মান
সেই সব শ্রমজীবি মানুষের সমাবেশই
আমার স্থায়ী ঠিকানা ॥

জয় হবে জয় হবে

জয় হবে জয় হবে
এবার মেহনতী জনতার জয় হবে,
শ্রমিকের কৃষকের তাতী আর মজুরের
হাত এবার হাতিয়ার হবে ॥

ললাটের ঘাম আর দেহের শ্রম দিয়ে
পরের ভাগ্য এতদিন দিয়েছি বদলায়ে,
এবার বুকের রক্তে আপন ভাগ্য বদলাতে হবে ॥

পথ গড়ে দিয়ে আর পথে থাকবো না পড়ে
আমদের চলতে হবে সম্মুখের পথ ধরে,
সব নিন্দা কুসংস্কার দূরে ঠেলে
আমাদের প্রগতির পথে চলতে হবে ॥

এসো আজ মুক্ত বিশ্বের গান গাই

এসো আজ মুক্ত বিশ্বের গান গাই
আমরা সবাই মুক্ত স্বাধীন,
আজকের পৃথিবীতে কেউ নয় কারো অধীন ॥

আজ অন্ধ মনের বন্ধ দুয়ার খুলে
দাড়াও এসে মুক্ত আকাশের তলে,
মনের পাখী মেলুক ডানা আজ
শৃংখলবিহীন ॥

আজ হোক এই সূর্যোদয়ের ভোরে
ভীরুতা আর দাসত্বের অবসান চিরতরে,
আমাদের সম্মুখে সম্ভাবনার উজ্জল দিন
অন্তবিহীন ॥

বিশ্ব বিপ্লবী চেগুয়েভারা স্মরণে

চে, আর সবার মত
সঞ্চিত পরমায়ু ভোগবিলাসে নিঃশেষ করে
তোমার অনিবার্য মৃত্যু হতে পারতো,
সে মৃত্যু কাউকে এতটা দোলা দিত না ॥

তোমার এই অনির্ধারিত অগ্রহণযোগ্য মৃত্যু
সত্যের জন্য সাহসী লড়াই করতে যেয়ে তোমার মৃত্যু-
মৃত্যুকে করেছে মহিমান্বিত
আর আমাদের করেছে উদ্দীপ্ত ॥

চে তুমি মিশে আছো
শোষিত বঞ্চিত জনতার দীর্ঘশ্বাসে,
আর মুক্তিকামী মানুষের আপোষহীন স্বপ্নের মাঝে;
অমন মহৎ মৃত্যু আমাদের উদ্বুদ্ধ করে
শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধে ॥

যদিও আমাদের চেতনায় তুমি চিরঞ্জীব
তবুও তোমার মৃত্যুকে স্বীকার করে নিলেও
তোমার মৃত্যুঞ্জয়ী আদর্শের মাঝে
তুমি চির-জাগ্রত
এবং চির-জাগ্রত থাকবে চিরকাল ॥

তোমার অমূল্য আত্মদান
অনির্বাণ মশাল হয়ে
সত্যের জন্য চূড়ান্ত ত্যাগ স্বীকার করতে
মানুষকে যুগ যুগ ধরে প্রেরণা যোগাবে ।
আর ঐসব কাপুরুষদের ঘৃণা করতে শেখাবে ॥

চে তোমার মৃত্যু আমাদের প্রতিটি অন্তরে
এক একটি চে-এর জন্ম দিয়েছে--
আমাদের এই অন্তরের চে কে হত্যা করে
এমন কোন মারণাস্ত্র আজও তৈরী হয়নি,
পৃথিবীতে তেমন কোন শাসক শোষকের
অদ্যাবধি জন্ম হয়নি ॥

চে, তোমার আরদ্ধ স্বপ্নের
সফল সমাপ্তি আমরা আনবোই
জীবন দিয়ে হলে ও তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করবো;
চে, তোমার স্বপ্নের মাঝে তুমি বেচে থাকবে চিরকাল ॥

চে, পৃথিবী যতদিন থাকবে
শোষণ বঞ্চনা ততদিনই
স্থানভেদে মাত্রাভেদে বলবৎ থাকবে;
আর ততদিনই বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষকে
তোমার মহিমান্বিত আত্মদান
সংগ্রামী প্রেরণা যোগাবে ;
ততদিন তোমার স্মরণ
অনিবার্য আবেদন নিয়ে
আমাদের আন্দোলিত করবে ॥

তোমার সেই রেখে যাওয়া
রক্তাক্ত স্মৃতির কাছে
আমরা ফিরে যাবো বারবার
আমাদের প্রয়োজনে ॥

মৃত্যুভয়ে যে জন ভীত

মৃত্যুভয়ে যে জন ভীত
জীবনকে সে তত হারায়,
বীরের জীবন মৃত্যুতে মহিমা খুজে পায় ॥

জীবন মানে সংগ্রাম আমরণ
বীরের তীর্থ ক্ষেত্র ঐ রণাঙ্গন
মৃত্যুভীত ভীরু কাপুরুষ
মরণ ডেকে আনে পায় পায় ॥

পৃথিবীতে পক্ষ দুটি --
অধিকারহারা আর অধিকারহরণকারী,
এ দ্বন্দ্ব শাশ্বত --
এ দ্বন্দ্ব থাকবে যুগ যুগ ধরে ;
যে জিতবে তারই হবে জয়
পৃথিবী তারেই শুধু চায় ॥

আজ নিখিল আর্ত মানবতা

আজ নিখিল আর্ত মানবতা
কেদে যায় দ্বারে দ্বারে,
বেরিয়ে আসো কোথায় কে আছ বন্ধু মানবতার
থেকো না আর বদ্ধ ঘরে ॥

পুঞ্জীভূত শোষণ আর অবিচার
আজ রুদ্ধ করেছে কণ্ঠ মানবতার,
এসো আজ সবাই মিলে ভাষা দেই
তাদের অবরুদ্ধ কণ্ঠস্বরে ॥

দীর্ঘ দিনের শোষণ বঞ্চনার
রক্তের ভাষায় জবাব দেবো এবার,
আজ আর ঘরে ফিরবো না তো
শেষ বুঝাপড়া না করে ॥

হারিয়ে যাবে কি বন্ধু অবশেষে

হারিয়ে যাবে কি বন্ধু অবশেষে
সময়ের দুর্বার তরঙ্গের টানে
রুখে দাড়াও বন্ধু একবার,
বয়ে নিয়ে চল তরী উজানে॥

যত হোক এ অভিযাত্রা কষ্টকর
সংক্ষিপ্ত করে আনো প্রতিক্ষার প্রহর,
আশার সঞ্চার করো
যত আশাহতের জীবনে ॥

যুগ যুগ ধরে প্রচলিত শোষণ বঞ্চনা
এভাবে আর নীরবে মেনে নেয়া যায় না,
মৃতের শ্মশানে জাগুক জীবন
তোমার উদাত্ত আহবানে ॥

জানি এ রাতের শেষে আসবে রাঙা প্রভাত

জানি এ রাতের শেষে আসবে রাঙা প্রভাত
আমরা নতুন প্রভাতকে আগাম স্বাগত জানাই,
পোহালে এ রাত আসবেই আসবে আগামী প্রভাত
রক্তের অক্ষরে তাই মুক্তির ইতিহাস লিখে যাই ॥

গভীর রাতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তোমরা যখন
মনের আনন্দে মুক্ত আগামীর দেখছ স্বপন,
আমরা তখন দেয়ালে দেয়ালে মুক্তির পোষ্টার সেঁটে যাই ॥

বসে আছো পরম নিশ্চিন্তে তোমরা যখন
সব দুঃখ বঞ্চনার ভার ভাগ্যের হাতে করে সমর্পণ,
আমরা তখন প্রতি ঘরে ঘরে আসন্ন সংগ্রামের ডাক দিয়ে যাই ॥

পড়ে পড়ে আর মার খাবনা মা

পড়ে পড়ে আর মার খাব না মা
আমরা এবার লড়বোই
বেচে থাকার সংগ্রামে
আমরা এবার জিতবোই ॥

সত্যের পক্ষে আমরা লড়ছি
আমাদের কিসের ভয় ?
আমদের মনে নেই কোন দ্বিধা সংশয়
অবশেষে দেখো মা আমরা
বিজয়ী বেশে ফিরবোই ॥

মৃত্যু আমাদের হয় হোক ভয় করি না--
জানি শাশ্বত সত্যের মৃত্যু হতে পারে না,
সব বাধা দু'পায়ে দলে দলে
দৃপ্ত পদক্ষেপে আমরা এগিয়ে যাবোই ॥

হাতের শৃংখল পরে খুলো

হাতের শৃংখল পরে খুলো
আগে শৃংখল মুক্ত করো চিত্ত,
সবার আগে দূর করো মন হতে
বিবেকের বন্ধ্যাত্ব ॥

মনের মাঠ সিক্ত করো ঘন বর্ষণে
বৃষ্টি নামুক খরা কবলিত এই জীবনে,
মানবতার দুর্ভিক্ষের এই দিনে
আজকে এই হোক বড় সত্য ॥

জীবনে নয় অসম্ভব প্রাচুর্য বিলাসিতা
আজ আগে দূর করো হৃদয়ের দীনতা,
দূর হোক আজ সত্যকে ঘিরে
চারদিকে মিথ্যার আধিপত্য ॥

কমরেড আমরা প্রস্তুত

কমরেড আমরা প্রস্তুত
শুধু তোমার আদেশের অপেক্ষায়
তোমার বাশী বেজে উঠলেই
ঝাপিয়ে পড়বো বিনা দ্বিধায় ॥

বিপদ বাধা বিঘ্নে নই আমরা কুণ্ঠিত
আমরা এগিয়ে যাব অপ্রতিহত
শেষ পর্যন্ত আমরা লড়ে যাব দৃঢ়তায়॥

আমাদের দাবী সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত
আমরা তো মৃত্যু ভয়ে নই ভীত।
'হয় জয় না হয় মৃত্যু'
আমরা একটাকে বেছে নেব,
শত্রুর লাশের স্তুপে আমরা
বিজয় পতাকা উড়াবো ॥

ওরা গুটিকয়
কেড়েছে অধিকার কোটি জনতার,
তাদের বেঁচে থাকার
নেই কোন অধিকার–
তাদের খতম করে
আমরা আনব মুক্তি এই ধরায় ॥

কমরেড এক অসম যুদ্ধে

কমরেড এক অসম যুদ্ধে
তুমি দিয়েছো জীবন
তোমাকে জানাই রক্তিম অভিবাদন॥

তোমার রক্তের বদলা আমরা নেবো
তোমার রক্ত ছুয়ে শপথ নিলাম,
রক্তের বিনিময়ে আমরা তোমায়
করবো শ্রদ্ধা নিবেদন ॥

তোমার পবিত্র রক্তে যারা
প্রিয় মাতৃভূমি করেছে রঞ্জিত
তাদের ক্ষমা নেই,
তাদের রক্তে এ মাতৃভূমি করবো বিধৌত ॥

প্রিয় কমরেড তুমি চাওনি তোমার সুখ শান্তি
তুমি চেয়েছিলে শোষিত জনতার মুক্তি
তাই করে গেছো আত্মদান
করনি তো আদর্শ বিসর্জন ॥

প্রিয় কমরেড কতদিন তুমি ঘুমাওনি
আজ তুমি ঘুমাও, আমরা জেগে আছি।
শত্রুর প্রতিরোধ দুর্গ গুড়িয়ে দিয়ে
শত্রুর প্রতিরোধব্যুহ ভেঙে দিয়ে
এ মাটিতে তোমার স্বপ্ন
আমরা করবোই বাস্তবায়ন ॥

কমরেড তুমি ঘুমাও,

কমরেড তুমি ঘুমাও,
আমরা জেগে থাকবো
তোমার স্বপ্ন আমরা সফল করবো ॥

হাজার জনতার স্বপ্ন সফল করতে
কতদিন তুমি পারোনি ঘুমুতে
অনেক ক্লান্তি তোমার চোখে-মুখে
কমরেড তুমি ঘুমাও,
আমরা জেগে থাকবো–
তোমার অসমাপ্ত কাজ
আমরা শেষ করবো ॥

মুক্তির লাল সূর্য আনতে যেয়ে
তোমার বক্ষ লাল হল রক্তে,
তোমার রক্ত ছুয়ে শপথ নিলাম
কথা দিলাম আমরা কথা রাখবো
এ মাটিতে বিজয়ের নিশান
আমরা উড়াবো ॥

আমরা একটা নতুন পৃথিবী গড়বো

আমরা একটা নতুন পৃথিবী গড়বো
যেখানে শোষন বঞ্চনা হবে ইতিহাস হবে
আমাদের থামলে চলবেনা
শত বাধা-বিঘ্ন পেরিয়ে এগিয়ে যেতে হবে ॥

এ অমারাত্রির কালো পতাকা আমরা ছিড়বোই
সূর্য-সফল রক্তিম ভোর আনবোই
জানি কিছু পেতে হলে কিছু মূল্য তো দিতে হবে ॥

আমরা ক'টি তরুণ তাজা প্রাণ শপথে উদ্দীপ্ত
ভয় ভীতি প্রলোভনে কখন হবো না কুন্ঠিত
জেগে উঠবে সুপ্ত জনতা আমাদের কলরবে ॥

জনতার শক্তি বড় শক্তি

জনতার শক্তি বড় শক্তি
এই বিশ্বাসে থেকো অবিচল
এগিয়ে চল বুকে নিয়ে
শক্তি সাহস আর মনোবল ॥

দিগন্তে কালো মেঘ কেটে গিয়ে
দেখা দেবে আলো নব সূর্যোদয়ে,
আজ প্রতীক্ষাই আমাদের সম্বল ॥

রাত শেষ হবে না ভেবে
যারা শুধুই ঘুমিয়ে থাকে,
তাদের জীবনে হবেনা প্রভাত
আধারের কাছে তারা পরাজিত ॥

আধার দেখে পেয়ো না ভয়
আধারই শেষ কথা নয়–
আধার শেষে হবেই সূর্যোদয় ॥

জনতার সংঘবদ্ধ শক্তির কাছে
যুগে যুগে দুর্বৃত্তরা হার মেনেছে-
জনতার বিজয় অনিবার্য ॥

তুমি আমি কেউ নইকো আলাদা

তুমি আমি কেউ নইকো আলাদা
শ্রমে আর ঘামে বাধা
আমাদের সবার জীবন ॥

কালের চাকা এতদিন
ঘুরিয়ে এসেছি ক্লান্তিবিহীন–
ভাগ্যের চাকা ঘুরাতে হবে এখন ॥

আমরা মজুর আমরা কৃষক
দেশ-জাতি ভেদে নইকো পৃথক–
আমাদের বড় পরিচয়
আমরা মেহনতি জনগণ ॥

রক্তে আর ঘামের দামে সব বিলিয়ে
পেয়েছি অল্প অনেক মূল্য দিয়ে–
এক লক্ষ্যে আমরা ঐক্যবদ্ধ এখন ॥

শ্রমজীবি জনতা গড়ে তোল ঐক্য

শ্রমজীবি জনতা গড়ে তোল ঐক্য
আর এগিয়ে চল ঠিক রেখে লক্ষ্য
মুক্তি আসবেই আসবে ॥

সেদিন আর বেশী দূরে নয়
আধার রাতের শেষে হবে সূর্যোদয়
পূবাকাশে সূর্য উঠবেই উঠবে ॥

দীর্ঘদিনের জঞ্জাল জেনো
একদিনে হবে না পরিচ্ছন্ন
তোমাকে অপেক্ষা করতেই হবে ॥

যদি পেয়ে বসে ক্লান্তি মৃত্যুভয়
তবে জেনো এ পথ তোমার নয়
তোমাকে হেসে হেসে মরতে হবে ॥

জীবনের মর্যাদার জন্য জীবন
তোমাকে দিতে হবে বিসর্জন
শেষ পর্যন্ত তোমাকে লড়তে হবে ॥

একটি মুক্ত পৃথিবীর জন্য আমরা লড়ছি

একটি মুক্ত পৃথিবীর জন্য আমরা লড়ছি
সুন্দর আগামীর জন্য পথে নেমেছি।
জয় হবে শুধু এই বিশ্বাস নিয়ে
লক্ষ্যে থেকে অবিচল চলছি এগিয়ে–
তোমাদের ও সাথী হতে আহ্বান করছি ॥

আমরা মানবো না কোন বাধা যুক্তি
আনবোই মুক্তি আমৃত্যু চুক্তি
নতুন শপথে বলীয়ান হয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি
নতুন করে আমরা আবার শপথ নিয়েছি ॥

যতবার নিভে যাক প্রদীপ্ত মশাল
আলোর প্রত্যাশা থাকবে চিরকাল
আলোকের অভিসারে তোমাদের ডাকছি
এ অভিযাত্রায় সবাইকে শরীক হতে বলছি ॥

শাসকের দম্ভ যত সংহত হোক,তবু চিরস্থায়ী নয়
ইতিহাস সাক্ষী,শেষ পর্যন্ত জনতার হয়েছে জয়।
জাগ্রত জনতার জোয়ারে
সব অন্যায় অবিচার যাবে ভেসে
এই প্রত্যয়ে আমরা আজ পথ চলছি ॥

যত উদ্ধত দুর্বিনীত ক্ষমতাসীন
জনতার কাছে হার মেনেছে চিরদিন ;
হয়তো লাগতে পারে দীর্ঘ সময়
তবু নিশ্চিত জনতার বিজয়–
সম্মুখে মুক্তির দিন দিব্য চোখে দেখছি ॥

আমাদের কেন খুজো হন্যে হয়ে

আমাদের কেন খুজো হন্যে হয়ে
নগরে বন্দরে,লোকালয়ে ,জনপদে
আমরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছি পৃথিবীর সর্বত্র
আমরা আছি তোমাদের অন্তরে
যেখানে প্রাণের অসহায় দাবী চাপা পড়ে আছে।

নিপীড়িত জনতার মুক্তি আমাদের কর্মসূচী
আমরা সেখানেই দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলি
যেখানেই অন্যায় অবিচার
উদ্ধত মাথা তুলে দাড়ায়
পথ রুদ্ধ করে দাড়ায়
মানবতার অগ্র যাত্রায়,
আমরা গর্জে উঠে স্তব্ধ করে দিই
তার উদ্ধত প্রয়াস।

আমরাতো এ মাটির সন্তান
তোমাদের ভাই বন্ধু স্বজন
আমরা লড়ছি তোমাদের জন্যই
একটি শোষণ মুক্ত সমতা ভিত্তিক পৃথিবীর জন্য।

শাসক বদল তো তোমরা দেখেছো কতবার
এবার শোষক নিশ্চিহ্ন হবার পালা-
শাসনের ছদ্মবেশে শোষণের মহড়া আর নয়,
চুড়ান্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করে
আমরা এবার মূল দুর্গে দেবো হানা।

আমারা তাই উদাত্ত আহ্বান জানাই ‘এসো ’–
দুঃখ দারিদ্র আর অভাবের সাথে
লড়েছো তো বহুকাল
পেরেছো জীবনের মূল্য প্রতিষ্ঠা করতে ?

পারোনি, পারবে না।

এসো,শুধূ আর একটিবার এসো
এবার লড়াই করি তাদের বিরুদ্ধে
যারা সম্পদের পাহাড় গড়ে
অভাব দারিদ্র আর নিত্য অনাহার
আমাদের দিয়েছে উপহার ॥

আমাদের ভুল বুঝো না

আমাদের ভুল বুঝো না
আমরা তোমাদের কথাই বলছি
একটি সুন্দর আগামীর জন্য
আমরা আজ লড়ছি ॥

যুগ যুগ ধরে চলছে যে শোষণ বঞ্চনা
এভাবে আর তো মেনে নেয়া যায় না
এর প্রতিবাদে অস্ত্র হাতে তোলে নিয়েছি ॥

কোটি জনতার মুখে হাসি ফুটাতে
অনন্ত রাত্রির আধার ঘুচাতে
নিদ্রা আর আলস্য বিলাস ছেড়ে
আমরা পথে নেমেছি ॥

তোমাদের ও করি আহ্বান, হও সহযাত্রী
পথ সংক্ষিপ্ত হবে, দ্রুত কেটে যাবে রাত্রি।
এ আধার চিড়ে আলোর সূর্য আনবোই
আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি ॥

আধার দেখে ভয় পেওনা

আধার দেখে ভয় পেওনা
আধারই শেষ কথা নয়
আধারের শেষে জানি
হবে সূর্যোদয় ॥

রাত শেষ হবে না ভেবে
যারা ঘুমিয়ে থাকে
তাদের জীবনে
আসে না প্রভাত জ্যোতির্ময় ॥

মহাকাল সাক্ষী
রাত্রি চিরদিন ক্ষণকালীন
রাত কখন ও অনন্ত হতে পারে না
তুমি জেনো নিশ্চয় ॥

আধার রাতের শেষে
দেখা দেবে প্রভাত আলো-ঝলমল
ধৈর্য ধরো বন্ধু
তোমার জন্য অপেক্ষা করছে বিস্ময় ॥

নতুন ভোরে তোমাকে স্বাগত জানাতে
রাত থাকতেই এসেছি আমি চলে,
নতুন প্রভাতে দেখা হবে আমাদের
আমরা সকলে উদযাপন করবো বিজয় ॥

মরতে তো হবে সবাইকে একদিন

মরতে তো হবে সবাইকে একদিন
এমন কেই কি আছে মৃত্যুহীন ?
মরতে হবে একদিন যখন
এসো সত্যের জন্য করি মৃত্যুকে আলিঙ্গন ॥

যত ভীরু কাপুরুষ ভয় পায় মৃত্যুকে
বাচার জন্য তারা লুকায়ে রাখে আপনাকে
তবু মৃত্যু তাদের ছাড়েনি পিছন
মৃত্যুকে কেউ কি এড়াতে পেরেছে কখন ॥

এসো আজ মৃত্যুকে পরিহাস করি
এসো হাসতে হাসতে মরতে শিখি
একটি মহৎ লক্ষ্যের জন্য আজ
এসো আমরা উৎসর্গ করি আমাদের জীবন ॥

সত্যের জন্য যারা লড়ে দিয়ে গেছে প্রাণ
ইতিহাস ভুলেনি তাদের অমূল্য আত্মদান,
মৃত্যু তাদের কাছে হয়েছে পরাজিত
আমাদের স্মরণে তারা জীবিত এখন ॥

মৃত্যুভয়ে যারা করেনি কভু নতশির
মরে গিয়ে তারা আজ মৃত্যুঞ্জয়ী বীর–
সেইসব চিরঞ্জীব বীরের উদ্দেশ্যে
আজ আমরা করছি শ্রদ্ধা নিবেদন ॥

মানুষ আর কতটুকু মানুষ

মানুষ আর কতটুকু মানুষ
হয়ে গেছে আজকাল বড় বেশী বন্য,
এতটাই বেশী যে ভ্রম হয়
একি জনপদ নাকি শ্বাপদ-অরণ্য ॥

মানুষ কতটুকু মানুষ হয়ে জন্মায়
জীবন কাটে মানুষ হওয়ার সাধনায়,
মানুষ হয়ে জন্ম নিলে ও
মানুষের মত মানুষ সংখ্যায় নগণ্য॥

মানুষ নামে কত পশু ঘুরে বেড়ায়
সামনে পেলে নখর দিয়ে খামচায়–
সুযোগ পেলে ক্ষত বিক্ষত করে
ভাবে বুঝি হয়ে গেলো ধন্য ॥

মানুষ সারাক্ষণ মানুষ থাকে না
অমানুষ হতে কখন ও দেরী হয়না,
ভেতরের পশু কখন জেগে উঠে
কেউ কখনো জানতে পারেনা ॥

প্রাণের যত ভীরুতা আর

প্রাণের যত ভীরুতা আর মিথ্যে আনুগত্যবোধ
মন থেকে সমূলে উপড়ে ফেলো আর একটিবার ॥
দেখবে প্রত্যেকটি মানুষ এক একটি খাটি বিপ্লবী
প্রত্যেকের অন্তরে এক একটি সুপ্ত আগ্নেয় প্রতিভা
দুঃসহ বঞ্চনার দাহে শেষ বারের মত
জ্বলে উঠবার অপেক্ষায় আছে।

পৃথিবীর ইতিহাস
শাশ্বত জনতার সংগ্রামের ইতিহাস,
আপোষহীন অব্যাহত সংগ্রামের ইতিহাস–
সংগ্রামেই মুক্তি
আন্দোলনই জীবন
এসো, এই অনিবার্য সত্যকে আজ উপলব্দি করতে শিখি ॥

সময় এসেছে এবার

সময় এসেছে এবার
বন্ধু জাগো–
সত্যিকারের মানুষকে চিনতে শেখো।
যারা শ্রমে ঘামে জীবনের দামে
সভ্যতার পথ করে রচনা –
সভ্যতার চাকা সচল রাখে নিরন্তর
ফিরিয়ে দাও তাদের প্রকৃত মানুষের সম্মান।

যারা রুক্ষ মাঠের পটভূমিতে বুনে
ফসলের কারুকাজ
সূচীমূখ লাঙ্গলের তুলিতে –
যারা পাহাড় ভেঙ্গে
অরণ্য কেটে গড়ে পথ,
গভ্যতার তারাই পথিকৃৎ–
যাদের হাতুড়ির শব্দ
মোহন সঙ্গীতের মত বেজে উঠে
জীবনের প্রয়োজনে–
যারা গড়ে রক্তে আর ঘামে আর অশ্রুজলের দামে
সুরম্য প্রসাদ,নগর, অট্টালিকা–
তারাই সত্যিকার কবি, শিল্পী,ভাস্কর
সভ্যতার পথিকৃৎ-
জীবনের সার্থক রূপকার।

যুগের প্রয়োজনে সময় আজ কথা বলে–
যত সম্মানের প্রাপ্যে
তাদের অগ্রাধিকার।
অনেক মূল্যে আজ শোধ করতে হবে
সে সব যুগ যুগ উপেক্ষিত
প্রতিভার মহৎ ঋণ–
সময় এসেছে বন্ধু আজ প্রস্তুত হও ॥

দিগন্তে আজ ঝড় অত্যাসন্ন

দিগন্তে আজ ঝড় অত্যাসন্ন
দেখো কাদছে পৃথিবী বিপন্ন ॥
আজ সুন্দর একটি পৃথিবীর জন্য
বড় প্রয়োজন তোমার তারুণ্য
হে তরুণ তোমার চেতনার আলোতে
আধার পৃথিবী তুমি করো প্রসন্ন ॥

যারা পড়ে আছে আধারে মুমূর্ষু বিষন্ন
যারা আজ হতাশায় নৈরাশ্যে অবসন্ন ;
তাদের আজ জাগিয়ে তোলার
দুরূহ দায়িত্ব কাধে তোমার
হে তরুণ আজ সময় এসেছে
দেখাও তোমার শক্তি সাহস অনন্য ॥

শেষ যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে এখানে

শেষ যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে এখানে
বন্ধু এখন কথা নয়,এখন যাই
তুমি ও চলে এসো,দেখা হবে রণাঙ্গনে॥

বাচার মত বাচতে চাই
এ দাবীতে শুরু হয়েছে লড়াই
হয় জয় নয় মৃত্যু,ফেরার অবকাশ নাই পেছনে ॥

যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত শোষণ বঞ্চনার
অবসান চায় আজ, দাবী জনতার
যারা আসেনি তাদের ও সমর্থন আছে পেছনে॥

রক্তের দামে আমরা এবার
করবো আদায় বাচার অধিকার
হাসতে হাসতে মরবো দলে দলে অম্লান বদনে ॥

আমাদের সঙ্গী জাগ্রত জনতা

আমাদের সঙ্গী জাগ্রত জনতা
আমরা তো নই একা
আধারের বুক চিড়ে আমরা
জাগাবো আলোর রেখা ॥

আমাদের আছে প্রত্যয়
জয় হবেই আমাদের জয়,
শুধু বিশ্বাসকে সম্বল করে
চলছি পথ আজ আধার-ঢাকা ॥

যাদের বুকে ভয় চোখে সংশয়
তাদেরকে ফিরে যেতে বলি
তারা ফিরে যাক, শুধু থাক
ক'টি তাজা প্রাণ স্পর্ধা-মাখা ॥

আজ লাঞ্ছিত বঞ্চিত মানুষের দীর্ঘশ্বাসে

আজ লাঞ্ছিত বঞ্চিত মানুষের দীর্ঘশ্বাসে
বাতাস যেন ভারী হয়ে আছে
নিঃশ্বাস নিতে ও কষ্ট ॥
কোথায় মানব-দরদী বন্ধুজন
মানুষের মুক্তি নিশ্চিত করার এখনই সময়
হয়ে গেছে তা স্পষ্ট ॥

বিপন্ন জনতার পাশে দাড়াও
অনেক সময় হয়েছে বিলম্ব।
কোটি জনতার জীবন হবে দুর্বিসহ
মুষ্টিমেয় ক'জনের হাতে,
নীরবে আর মেনে নেয়া যায়না কিছুতে–
সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা হয়েছে যথেষ্ট ॥

আমরা চাইতে আসিনি কিছু

আমরা চাইতে আসিনি কিছু
নিতে আসিনি কোন দান,
আমরা শুধু বলতে এসেছি
এ শোষণ বঞ্চনার হোক অবসান ॥

এ অন্যায় অসম সমাজের আর
আমরা হতে চাই না অংশীদার,
আমরা এ শ্বাসরুদ্ধকর
পরিস্থিতি থেকে চাই পরিত্রাণ ॥

আমরা শোষণ বঞ্চনাবিহীন
একটি পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছি চিরদিন
আমাদের দাবী ন্যায়সঙ্গত
আমরা তো নই সন্দিহান ॥

এসো জাগ্রত জনতা বাংলার
এভাবে চুপ করে থেকো না আর,
অনেক দেরী হয়ে গেছে
আজই শুরু হোক অভিযান ॥

ভাগ্যের দোহাই দিয়ে করবে প্রবঞ্চনা

ভাগ্যের দোহাই দিয়ে করবে প্রবঞ্চনা কত আর
আমরা এসেছি আপন ভাগ্য বুঝে নিতে এবার ॥

আমরা তো পড়ে পড়ে মার খেতে
রাজী নই কোনমতে --
আমরা তো কারো চোখ রাঙানির ধারি না ধার ॥

আমরা যদি হাত রাখি হাতে
কাধে কাধ মিলিয়ে নামি রাজপথে --
আমাদের অগ্রাভিযান রোধে তখন কার সাধ্য ?

আমরা কৃষক এ মাটির সন্তান

আমরা কৃষক এ মাটির সন্তান
রোদে বৃষ্টিতে সংগ্রাম করে --
আমরা ফলাই ফসল
এ মাটির বুক চিরে ॥

আমরা আপনার উদয়াস্ত শ্রমে
বেচে থাকি প্রকৃতির নিয়মে --
বসে থাকি না কারো মুখ চেয়ে
দুহাত বাড়ায়ে ধরে ॥

এ মাটির খাটি বন্ধু বল কে আর ?
এ মাটিতে আমাদের জন্মগত অধিকার --
আর কারো দাবী আমরা মানবো না এ মাটির পরে ॥

বেশী কিছু চাইনি তো আমরা

বেশী কিছু চাইনি তো আমরা
দুমুঠো ভাত আর পরণের কাপড়
একটু ঘুমানোর জায়গা, তাও আমরা কেন পাব না ?

আমাদের শ্রমে-ঘামে এ পৃথিবী হল বাসযোগ্য
তবুও সমাজে আমরা কেন গ্রহণ-অযোগ্য ?
সময় এসেছে বুঝিয়ে দাও এবার আমাদের পাওনা ॥

মাটির পৃথিবী মানুষ হল যাদের হাতে
এই পৃথিবীর দখল এসেছে তারা বুঝে নিতে,
আমরা তো আজ খালি হাতে কিছুতে ফিরে যাব না ॥

মানুষের অধিকার আজ ভুলুণ্ঠিত

মানুষের অধিকার আজ ভুলুণ্ঠিত
বন্ধু তুমি প্রস্তুত হও, দিগন্তে ঝড় আসন্ন ॥

কোটি মানুষের সুখ শান্তি অধিকার
কিছু লোকের কাছে জিম্মি হবে বারবার ,
কোটি মানুষের গ্রাস কিছু লোক কেড়ে খাবে
আর সবাই নীরবে চেয়ে চেয়ে দেখবে,
এত অন্যায় চলতে দেয়া যায়না নির্বিঘ্ন ॥

পথে নেমে আমরা তো আর ফিরে যেতে পারিনা
আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ,
আমরা তো সহযোদ্ধাদের রক্তঋণে দায়বদ্ধ ॥

কে এসেছে আর কে আসলো না
সে হিসেব নিলে চলবেনা,
আমাদের এগিয়ে যেতে হবে,নেই কোন বিকল্প ॥

আমাদের মাঝ থেকে
আজ যারা হারিয়ে গেছে,
তাদের স্বপ্ন সফল করে আমরা এ ঋণ শোধ করবো ॥

এই মাটি এই আকাশ নয় কারো একার

এই মাটি এই আকাশ নয় কারো একার
এই আলো এই বাতাস তোমার আমার সবার ॥

যত করো ভাগ এ মাটিকে রেখা দিয়ে
মনটাই শুধু ভাগ হয়ে যাবে --
কেউ করতে পারেনি খন্ডন অখন্ডতা বসুন্ধরার ॥

এই সূর্যটা চিরটাকাল এমনি করে
দিয়ে যাবে আলো সকলের ঘরে ঘরে --
এ আকাশ ছায়া হয়ে রবে মাথার 'পরে সবার ॥

দেখতে দেখতে ক্রমশ সব কিছু চলে যাচ্ছে

দেখতে দেখতে ক্রমশ সব কিছু চলে যাচ্ছে
বিনষ্টদের অধিকারে,
পৃথিবীর বিস্তীর্ণ ভূভাগ চলে যাচ্ছে
নষ্টদের দখলে ক্রমাগত।
আজ আর কোথাও মেঘমুক্ত
নির্মল আকাশ দেখা যায়না,
বিষাক্ত কালো ধোয়ার ধূম্র কুন্ডলী
ঢেকে দিয়েছে অশুভ ডানায়
সমস্ত আকাশ ;
অশুভ ঝড়ে আজ তছনছ
চেতনার রাজ্যে সমৃদ্ধ ফুলের বাগান,
চতুর্দিকে আজ হিংস্র শ্বাপদের
অসহ্য বিজয়োল- াস–
আর বর্বর তান্ডবলীলা।
গোটা পৃথিবী আজ
পলায়নপর আতংকিত মানুষের পশ্চাদভূমি।
পৃথিবীর মানুষ যেন আজ পশুর অবতার।

একদিন শ্বাপদসংকুল
অরণ্যময় পৃথিবী থেকে পশুকে তাড়িয়ে
যে পৃথিবী আমরা গড়েছিলাম,
সেই পৃথিবী আজ পুনর্দখল করেছে পশুরা।
তাই দিকে দিকে আজ পাশবিকতার
জয়জয়কার।

বিকারগ্রস্থ অশুভ দানবের পৈশাচিক কোলাহল।

স্বীকার করি আমরা হারিয়ে ফেলেছি
আমাদের যৌবন
আর যৌবনের সোনালী দিনগুলো
পীড়নের আর ব্যভিচারের অসহ্য যাতাকলে।
জানি আমরা অপব্যয় করে ফেলেছি
আমাদের মূল্যবান সময়
ক্ষমাহীন নিবীর্যতায়।

তবু আসুন আমরা আবার পশুদের হটিয়ে
মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করি
এই ভূপৃষ্ঠে।
আসুন আমরা এই অন্তিম মূহুর্তে
আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য
প্রতিশ্রুতিশীল এক পৃথিবী বিনির্মাণের
সৃজন প্রয়াসে
আর একবার শপথবদ্ধ হই ॥

অপেক্ষায় আছি

অপেক্ষায় আছি
কবে মানুষের জন্য ঘোষিত হবে
একটা অভয় জনপদ–
যেখানে নির্জন পথের মধ্য দিয়ে
মধ্যরাতের আলো আধারে
এআ একা হেটে যেতে পারবো নির্ভয়ে
ঘরে-ফেরা মন নিয়ে শীষ দিতে দিতে।

যেখানে থাকবে না শোষণ বঞ্চনার ভয়
অভাব আর দারিদ্রের ভীতিকর হাতছানি–
যেখানে অত্যাচারিত হয়ে ও
অত্যাচারীকে অত্যাচারী বলার জন্য
কোন মাশুল দিতে হবে না।

যেখানে কুমারী নারীর পবিত্র শরীরে
লোভী নরপশু বিনা বাধায় পারবে না
হিংস্র নখের আচড় বসাতে।
ফুটফুটে জোছনায় নিবেদনের পুষ্প হাতে
কোন প্রিয় নারীর একা একা অভিসারে আসার
আনন্দ-ঘন প্রতীক্ষায়
থাকবে না কোন কুটিল বাধা।

অভয়ারণ্যে আজ পশুরা নিরাপদ–
শান্তিপ্রিয় অসহায় মানুষেরা আজ
তাদের হাতে জিম্মি ॥

জনতার শক্তি বড় শক্তি এই মনোবলে

জনতার শক্তি বড় শক্তি এই মনোবলে
অন্তরে নিয়ে প্রত্যয় এগিয়ে যাও চলে ॥

পশুত্বের কাছে আজ হোক দু'দিন পরে
মানবতার জয় হয়েছে যুগ যুগ ধরে,
আজ ও টিকে আছে মানবতা আপন ঐশ্বর্য বলে
অসুর চিরদিন পদানত হবে সুরের পদতলে ॥

যত হোক হাকডাক অল্প ওরা সংখ্যায়
হাজার জনতার কাছে ওরা অসহায়–
পথ ছেড়ে দাড়াবে ওরা, সবাই ঐক্যবদ্ধ হলে
সমবেত হও সবাই তাই আজ এক পতাকা তলে ॥

আমরা খুব কাছে এসে গেছি

আমরা খুব কাছে এসে গেছি
দেরী নেই তোমাদের কাছে পৌছতে,
ভয় নেই বন্ধু আর–
আমরা এসেছি তোমাদের সাথে থেকে লড়তে
তোমাদেরই সহযোদ্ধা হতে।

আমরা শতাব্দীর দৃপ্ত তরুণ
যুবক বেপরোয়া বেয়াড়া-
সময়ের অসমসাহসী অবলম্বন।
আমরা যদি জেগে উঠি
মহাকাল জেগে উঠবে–
আমরা যদি ফেটে পড়ি বিক্ষোভে
একটা কিছু হবে,
একটা কিছু তো হবে ॥

হে তরুণ তোমা পানে চেয়ে আছে পৃথিবী

হে তরুণ তোমা পানে চেয়ে আছে পৃথিবী
একটা কিছু করো এবার–
তুমি দিতে পারো আমাদের একটি নতুন পৃথিবী উপহার।

মৃত শ্মশানের এই অচলায়তনে
তুমি সাড়া আনো প্রচন্ড আঘাত হেনে
বল এই পৃথিবী দানবের নয়,মানবেরই শুধু অধিকার ॥

গোটা পৃথিবী ক্রমে যাচ্ছে চলে
চেয়ে দেখো দৈত্য দানবের দখলে,
লাঞ্চিত মানবতা আজ চায় শরণ তোমার
তুমি বল 'আমি এসেছি ভয় নাই আর' ॥

হে তরুণ আমি শুনেছি তোমার পদধ্বনি
আমার প্রাণে বাজছে তোমার আগমনী–
হে তরুণ শক্তি দেবতা,তোমারে জানাই নমস্কার ॥

হে তরুণ তুমি শুধু বল 'জয় হবে'

হে তরুণ তুমি শুধু বল 'জয় হবে'
আমি বলবো জয় হয়ে গেছে–
তুমি বল রাত কেটে যাবে,
আমি বলবো প্রভাত এসে গেছে ॥

তোমার মনে জাগলে সুন্দরের স্বপন
রচে দিতে পারো রঙে ভরা একটি ভুবন,
তুমি পার না এমন কিছু নেই,
মহাকাল প্রমাণ দিয়েছে ॥

তোমার হৃদয়ে যদি জাগে ধ্বংস বিলাস
জানি উল্টে যাবে এই সৃষ্টি আকাশ–
সময় তোমাকে আহ্বান করছে,
তোমার জাগার সময় হয়েছে ॥

মুক্তি পিয়াসী

আমরা করি খেলা হেলার ছলে
জীবন মৃত্যুর মাঝখানে বসি,
কণ্ঠে আমাদের নতুন দিনের গান
অবাক চোখে দেখছে বিশ্ববাসী ॥

প্রতি ধমনিতে রক্ত কণিকায়
একি মত্ততা একি উল্লাস,
চেতনায় চেতনায় ছড়িয়ে পড়ে
এ কোন সুরের বিদ্যুৎ বিকাশ–
মরণ মাঝে আমরা আবার
নব জন্ম লইতে আসি ॥

একটি বিন্দু রক্ত হতে
ছড়িয়ে পড়ে লক্ষ রক্তকণা,
রক্ত আখরে আমরা আকি
বিজয় দিনের স্বপ্ন আলপনা–
আমরা মরণ খেলায় মেতে
বাজাই নব জীবনের বাশী ॥

ঘরের মাকে ফেলে এসেছি
বিশ্ব মাতার কাদন শুনে,
বাধন নাশার সাধন রুখবে
এবার কোন বাধন হেনে–
আমরা আগুন নিয়ে খেলা করি
শেষে ফাগুন হয়ে হাসি ॥

কোথাও প্রবেশাধিকার নেই

কোথাও প্রবেশাধিকার নেই
সবত্রই চতুর্দিক-ঘেরা-প্রাচীর,
গেটে দাড়ানো কড়া দারোয়ান।
ইচ্ছে হলো গভীর রাত্রে
পার্কের নির্জনতা উপভোগ করব,
তেড়ে আসে নৈশ প্রহরী
"এখন প্রবেশ বন্ধ, চলে যান"।
ইচ্ছে হল এই পথে না যেয়ে
একটু ঘুরপথে গন্তব্যে পৌছাই,
ট্রাফিক পুলিশের তীব্র বাশী
একমুখী রাস্তা,ওদিকে যাওয়া যাবে না ॥

ইচ্ছে হল রাষ্ট্রপতি, বিচারপতি
প্রধানমন্ত্রকের সাথে
দেশের প্রধান সমস্যা নিয়ে কথা বলি
কিংবা অভিযোগ জানাই,
কোন বিষয়ে কর্তাব্যক্তিদের গুরুতর
গাফিলতির জন্য–
সেখানেও বাধা।
নিজস্ব নিরাপত্তা বেষ্টনীতে
তারা ঘিরে থাকেন সারাক্ষণ,
প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রিত ॥

আমাকে কোথাও প্রবেশ করতে দেয়া হচ্ছে না,
সর্বত্রই অন্যের নির্দেশিত পথে চলতে হচ্ছে।
আমার নিজস্ব কোন পথ নেই
নিজের নিয়মে আমি চলতে পারছি না।
যদিও জন্মগতভাবে
আমার পা দুটি বাধা নেই
চোখ দুটি খোলা–
তবুও আমাকে অনেক পথেই
চলতে দেয়া হচেছ না ;
অনেক কিছু আমার
চোখের আড়াল করে রাখা হচ্ছে।
এমন কি সময় বিশেষে
আমার চোখ বেধে দেয়া হচ্ছে।
শুধু আমার জন্য
কবরের উন্মুক্ত অন্ধকার গুহায়
প্রবেশাধিকার অবারিত ॥

সংক্ষুব্ধ পঙক্তিমালা

আমাদের যাত্রা হল শুরু আজ হতে
নব দিগন্তের রক্ত লাল পথে ।
হাজার বিঘ্ন বাধাতে নির্ভয়
জয় হবে, হবে সত্যের জয়
সেই অবিচল প্রত্যয়ে এসেছি এগিয়ে যেতে ॥

রাজপথে নামে ঢল এবার
প্রতিবাদ মুখর হাজার-জনতার
বাধা-ভাঙা জনতার ঢেউ কেউ পারবেনা রুখতে ॥

এখনও যারা গভীর ঘুমে অচেতন
তাদের চোখে আনবো জাগরণ
ঘটাবো এবার প্রচন্ড বিষ্ফোরণ, চমকে দেবো পৃথিবীটাকে॥

মরণের পথে করে জীবন দান
পেয়েছি এপথে অমৃতের সন্ধান,
মৃত্যুঞ্জয়ী গান গেয়ে গেয়ে আলিঙ্গন করি মৃত্যুকে॥

দিনে দিনে তোমাদের বাড়ে অত্যাচার
কণ্ঠে তোমাদের উদ্ধত অহংকার
প্রতিজ্ঞা কঠিন হয় মন আমার, আমি হয়ে উঠি দুঃসাহসী ॥

আমি আসন্ন ঝড়ের সব আয়োজন
একে একে দু'হাতে করে যাই সমাপন
পরিকল্পনার পংখানুপুংখ বিচার বিশ্লেষণ করতে বসি ॥

সমুখে আরো আধার রয়েছে বাকি
আরো দুর্গম পথ চলার বাকী–
এখনও অনেক রয়ে গেছে ফাকি, চাওয়া পাওয়ার মাঝখানে ॥

এই মুক্তি বিজয় জানি সকলের নয়
এখানে এসে সব পাওয়ার শেষ নয়–
এক যুদ্ধ শেষে আর এক যুদ্ধ শুরুর পালা এখানে ॥

পথে না নেমে পথের ভয়ে ভীত
আমরা শুধু শুধু হয়েছি বিচলিত–
বিজয় আমাদের হয়েছে বিলম্বিত,অযথা কালক্ষয় ॥

কাজ করে যাই বিরামহীন
সংক্ষিপ্ত করি ক্রমশঃ মুক্তির দিন
সংকটে সংঘাতে বুকে আছে আমাদের অবিচল প্রত্যয় ॥

আমরা মানুষ, আমাদের মানুষের প্রাণ
সকলের সাথে দিতে হবে ভাগ সমান–
সকলের মাঝখানে স্থান দিতে হবে আমাদেরকে ॥

নেমেছি তাই আজ রাজপথে
সংগ্রামী মহাজনতার সাথে
ভাগ্য বেধেছি আপন হাতে দৃঢ় করেছি প্রাণের বন্ধনকে ॥

কালের বক্ষে চরম সংকটগ্রস্থ
আমাদের জীবন আমাদের অস্তিত্ব
এ সংগ্রামে আমাদের বিজয় লাভ করতে হবেই॥

পুঞ্জিত ক্ষোভ বঞ্চিত হিয়ায়
রক্তে রক্তে বিদ্রোহ ছড়ায়
এ অনিবার্য সংঘর্ষ রোধ করা যাবে না কিছুতেই ॥

জানি এপথে শত বিঘ্ন সমস্যা
তবু আলোকের পথে এ তপস্যা
অব্যাহত আমাদেও, এ অমাবস্যা পরাভূত হবে একদিন ॥

আজ চলা জানি ছায়া অন্ধকারে
বাধাবিঘ্নের মুখোমুখি বারেবারে–
এ পথের প্রান্তে জানি প্রতীক্ষিত সূর্য গুণছে দিন॥

আজ সহি আঘাত শত নির্যাতন
পরি শৃঙ্খল করি কারাবরণ–
চির শৃঙ্খলমুক্ত চাই মহাজীবন, সামনে আছে ঠিকানা ॥

চারিদিকে আজ অবিশ্বাস সংশয়
প্রতিকুল স্রোত বৈরী সময়–
আমাদের সাহসী প্রত্যয় জাগাবে বিশ্বের চেতনা ॥

অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের
শুরু কবে অঘোষিত যুদ্ধ আমাদের–
আমরা এবার চুড়ান্ত সংগ্রামে নেমেছি রাজপথে ॥

যত হোক চক্রান্তের জাল বিস্তার
নস্যাৎ করতে দেয়া হবেনা আর,
লক্ষ জনতার শাশ্বত আন্দোলন এবার কিছুতে ॥

সংগ্রামে সন্ত্রাসে আজও সমুন্নত
শত ভীতি প্রলোভনে হইনি নত–
আমাদের প্রচেষ্টা চিরদিন অব্যাহত থাকবে ॥

নিরাপদ তন্দ্রার লোভে মোহমায়ায়
দেবনা স্বাক্ষর দাসত্বের মুচলেকায়–
আমাদের সময়ের অগ্রগামী, কালের অগ্রণী হতে হবে ॥

রক্তে আমাদের উত্তরাধিকার
উত্তর কালের সাহসী চেতনার–
সময়ের কাছে মানিনি হার প্রমাণ করবো নতুন করে ॥

আমার মুখর কণ্ঠ মূক হবার আগে
বিক্ষোভে ফেটে পড়তে দাও আমাকে–
শেষবারের মত গর্জে উঠতে দাও আমাদের একই স্বরে ॥

বিঘ্নবাধা প্রলোভনে হবনা বন্দী
আমরা বুঝেছি কালের দূরভিসন্ধি–
সময়ের সাহসী প্রতিদ্বন্ধী আপোষহীন চিরদিন ॥

সময়ের আনুকুল্য পৃষ্ঠপোষকতা
পেয়ে যারা করেছে বিশ্বাসঘাতকতা
শাশ্বত মানবতার সাথে, তাদের অপরাধ ক্ষমাহীন ॥

জয় কিংবা পরাজয় বড় কথা নয়
বুকে রেখে অবিচল প্রত্যয়–
বড় হল আমাদের অবিরাম কাজ করে যাওয়া ॥

শ্বাশত জনতার মুক্তি ছাড়া আর
নেই আর কিছু আমাদের চাওয়ার–
আমাদের নেই কোন নিজস্ব চাওয়া পাওয়া ॥

আমরা গড়েছি দুর্গ এ মাটির পরে
এদেশের মাটিতে, প্রতিটি ঘরে ঘরে
প্রতি চিত্তের অতল গহ্বরে আমরা গেড়েছি ঘাটি ॥

এ পৃথিবী আমরা শ্রমে আর ঘামে
সাজিয়েছি যত্ন করে জীবনের দামে–
এবার আপন বক্ষ শোণিতে রাঙাবো এ মাটি ॥

বাণী আর বজ্রের উদাত্ত তান
সময়ের নির্দেশে হয়ে গেছে এক প্রাণ–
কালের বিষ্ফোরম্মুখ বক্ষে আমরা হয়েছি নিক্ষিপ্ত ॥

জনতার মুক্তি নিয়েই তবে ঘরে ফিরবো
সংগ্রামের ফসল ঘরে তুলেই বিশ্রাম নেবো–
আমরা চির সংগ্রামী চেতনায় আজ উদ্দীপ্ত ॥

বন্ধ্যাকালের বক্ষে ফলাবো ফসল
আধার রাতের খুলে অর্গল
আমরা আনবো আলোর উষা এ আমাদের অঙ্গীকার ॥

এ বিপ্লব ছড়িয়ে দিতে হবে পথে প্রান্তরে
গ্রামে আর গঞ্জে আর নগরে বন্দরে
এ মহান সংগ্রামে নেই কারো একচেটিয়া অধিকার ॥

পেতে চাইনা বাহবা কারো
তিরষ্কারে প্রাণ তিক্ত করো
চলার পথে বাধা আরো কুটিল হাতে করো রচনা ॥

আমরা সত্য-সন্ধানী আধার ঠেলে
আলোকিত ভোর আনবো তুলে,
আলোকের পথে চলবে আমাদের অবিরাম সাধনা ॥

আমরা আজকে এমন এক জায়গায়

আমরা আজকে এমন এক জায়গায়
এসে থমকে দাঁড়িয়েছি
যেখান থেকে আর সামনে এগুনোর পথ খোলা নেই–
আমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে
উত্তুঙ্গ এক উদ্ধত পাহাড়,
যে পাহাড় অতিক্রম করার
যে পাহাড়ে আরোহণ করার
সাধ থাকলে ও সাধ্য আমাদের নেই।

আমরা তো জানি, আমরা নই
পর্বত আরোহী শেরপা তেনজিং এভারেষ্ট-শৃঙ্গ-বিজয়ী–
নেই আমাদের সাথে
পর্বত আরোহণের সাজ-সরঞ্জাম, পোষাক-আশাক।
আমরা শুধু স্বপ্ন আর আকাংখাকে
সম্বল করে পথ ধরে এগিয়েছিলাম নব দিগন্তের সন্ধানে।
আমাদের সব স্বপ্ন আকাংখা
এক অমানবিক পর্বত দানবের পাদদেশে আজ ভুলুণ্ঠিত।

জীবনে এত যে পথ চলা এত আয়োজন আজ
আমাদের মাঝ-পথে থমকে গেলো।
আমরা তো পথের শেষ দেখতে চেয়েছিলাম,
আমরা তো গন্তব্যে পৌছতে চেয়েছিলাম।
ফ্যাকাশে অতীতকে পেছনে ফেলে
সোনালী উজ্জ্বল আলোকিত ভবিষ্যতের সন্ধানে
এগিয়ে যেতে চেয়েছিলাম।

হায়, আমরা কি জানতাম একদিন
আমাদের স্বপ্ন আকাংখা বিকাশের পথ খুঁজে না পেয়ে
একটি বিবর্ণ শুষ্ক পুষ্প হয়ে

রুক্ষ ধূলো মাটিতে ঝরে পড়বে ;

আর আমরা সহায়-সম্বলহীন
স্বপ্নহীন আকাংখাহীন কটি প্রাণী
অনর্গল অশ্রুর গীতি-কাব্য রচনা করতে করতে
চোখের সামনে দেখতে পাবো আমাদেরই আশার সূর্য
অস্তাচলে এই বুঝি ডুবলো।
আর আমাদের পৃথিবী জুড়ে
নেমে আসলো অনন্ত রাত্রির অন্ধকার যবনিকা।

আমাদের তো নেই সুকৃতি
পর্বত শীর্ষে উঠে বিহঙ্গ দৃষ্টিতে
এক পলক বিশাল পৃথিবী দেখার।
আমরা শুধু পর্বতের পাদদেশে দাঁড়িয়ে
মূর্খ বিস্ময়ে পর্বতের শীর্ষদেশে
তাকিয়ে থাকার যোগ্যতা অর্জনকারী
অযোগ্য মানব সন্তান।

আমরা তো নই কলাম্বস, আমেরিগো ভেসপুচি–
বিশাল স্বপ্নের জাহাজে পাল খাটিয়ে
নতুন ভারত আবিষ্কার করতে যেয়ে
ভুল করে দক্ষিণ আমেরিকার দ্বীপপুঞ্জকে
ওয়েষ্ট ইন্ডিজ নাম দিয়ে
সগৌরবে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবো।
আমারা তো জীবনের অপরিসর তরী
স্বপ্ন আকাংখার ছেড়া খুড়া পাল লাগিয়ে
স্রোতের টানে নিয়ন্ত্রনবিহীন
দিকচিহ্নহীন গন্তব্যের দিকে ভেসে চলেছি
দিশেহারা হয়ে–
সময়ের মহাসমুদ্রে কখন সলিল সমাধি লাভ করবো
সেই অনিবার্য প্রত্যাশায়
ছিড়ে যাওয়া পালের ছিন্ন অংশ
খামছে টেনে ধরে রেখেছি–
আমরা তো কোনদিন ইতিহাস হব না।

আমরা তো জানি না ব্যাপক হত্যালীলায়
সমৃদ্ধ জনপদের ধ্বংস-সাধন,
আমরা তো জানি না পতাকা উচিয়ে
শস্ত্র হাতে অশ্বখুরের ধুলা উড়িয়ে
মানুষের সাজানো জীবন ছত্রখান করে দিয়ে
নিরীহ জনতার উপর আসুরিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে।
আমরা তো তাই ইতিহাস হব না-
ইতিহাসের পাতায় তাই আমাদের স্থান হবে না,
ইতিহাসের নীচে চাপা পড়াই
আমাদের অমোঘ নিয়তি ॥

প্রত্যয়ী যাত্রা

আমাদের চলা শেষ নয় পথের বাকে
আমাদের চলার শুরু পথের প্রান্ত থেকে।

কষ্টের পথে বন্ধুর পথে
যাত্রা আমাদের চিরকাল হতে
আমাদের আনন্দ পথ চলাতে
অন্তবিহীন পথ আমাদের ডাকে ॥

আমরা এবার নেমেছি পথে
আখিজলে নয় বুকের শোণিতে
অনেক দুঃখে ও যন্ত্রণাতে–
আমরা জয় করে নিতে বৈরী জীবনটাকে ॥

সামনে অসীম আধার কালো রাত্রি

সামনে অসীম আধার কালো রাত্রি
তারই মাঝে আমরা কজন নির্ভীক যাত্রী ॥

সম্মুখে বাধার পাহাড়
পথ নেই পালাবার–
পেছনে উত্তাল সাগর
মাঝখানে আমরা কজন নবীন যাত্রী ॥

আমাদের লক্ষ্য আছে জানা
আমরা কজন ভয়ভীতি মানি না
উদ্ধত মৃত্যুকে পরোয়া করিনা–
এগিয়ে যাবো দ্বিধাহীন আলোর যাত্রী ॥

ঝড়ো দিনের সংলাপ

তোমাদের আছে দম্ভ নিষ্ফল তোমাদের দুঃশাসন
আমাদের আছে সত্যবল আমাদের আন্দোলন॥

তোমাদের আছে অন্যায় ঔদ্ধত্য
আমাদের আছে অন্তর-লব্ধ সত্য
আমাদের তরে লাঞ্চনা,স্বেচছায় দুঃখ বরণ ॥

তোমাদের আছে পুঞ্জিত ক্ষমতা, তোমাদের কদিন
আমাদের আছে কোটি জনতা, আমাদের চিরদিন॥

তোমাদের আছে চমক, ক্ষণিক বিজয়
আমাদের কেবল ভ্রান্তি পরাজয়
আমাদের তরে চুড়ান্ত বিজয়, পথচলা আমরণ ॥

ঘর ছেড়ে সব বেড়িয়ে পড়ো

ঘর ছেড়ে সব বেড়িয়ে পড়ো
যার যা আছে লও হাতে তুলে
রক্তের শোধ আজ আমরা
নেব রক্তের বদলে ॥

ধন গেছে গেছে মান
বাকী আছে শুধু এই প্রাণ,
সেই প্রাণ দিয়ে হানবো আঘাত
শাসন শোষণ শৃংঙ্খলে ॥

আনুগত্য শৃঙ্খলার নামে এবার
দাসখত লিখতে যাব না আর,
প্রমাণ করবো আমরা
রুখে দাড়াতে জানি প্রয়োজন হলে ॥

বন্ধু তুমি এতটা ভেঙে পড়না এখুনি

বন্ধু তুমি এতটা ভেঙে পড়না এখুনি
সবকিছু এখনও শেষ হয়ে যায়নি ॥

আধার রাতের শেষে
জেনো তবে সূর্য হাসে–
রাত ছাড়া কোন প্রভাত আসেনি ॥

সব হারালে ও জেনো তুমি
সামনে রয়েছে আগামী–
সুন্দর দিন দিচেছ তোমায় হাতছানি ॥

বন্ধু তুমি এগিয়ে যাও

বন্ধু তুমি এগিয়ে যাও
খুজে তুমি পাবে ঠিকানা,
একটু একটু করে পথ পেরোও
পাবেই পথের সীমানা ॥

দিনে সূর্য রাতে চাদ তারা
তোমার পথে দেয় আলোর ইশারা,
কেন ভাবো তুমি দিশেহারা
কেন করো এত ভাবনা ॥

ফুল ফুটে বনে,শাখে পাখী গায়
সবাই তোমায় স্বাগত জানায়,
এই আকাশে বাতাসে সর্বত্র
তোমার প্রাণের সম্বর্ধনা ॥

তুমি নও অনাহুতো পৃথিবীতে
তুমি তো আমন্ত্রিত অতিথি,
সবাই তোমার সাথে আছে
কখন ও ভেবোনা তুমি একা ॥

বন্ধু তুমি এতটা ভেঙে পড়না,শুনো

বন্ধু তুমি এতটা ভেঙে পড়না, শুনো
সব কিছু এখনোই শেষ হয়ে যায়নি
সামনে ভবিষ্যৎ আছে এখনো ॥

একটা পথ বন্ধ হলে কি হবে
আরো শত পথ খুলে যাবে,
একটা দুয়ার বন্ধ দেখে ফিরে যেও না
আরো কত দুয়ার খোলা আছে জেনো ॥

একজনের কথায় ভুল করে
সকলকে শত্রু ভেববো না অন্তরে,
তাহলে তুমি হবে না কখন ও বন্ধুশূন্য ॥

বন্ধুর হাত বাড়িয়ে দাও দেখবে
বন্ধু আরো কত আছে দাড়িয়ে–
যাদের সাথে হয়নি পরিচয় এখনো ॥

আমাকে শুধু একটি গান গাইতে দাও

আমাকে শুধু একটি গান গাইতে দাও,
হৃদয়ের সুরে একটি গান গাইতে দাও ॥

মাটির সাথে বাধা যাদের মমতা
হৃদয়ের সবটুকু একাগ্রতা
আমার গানে তাদের কথা গাইতে দাও,
তাদের সাথে প্রাণের একাত্মতা ঘোষণা করতে দাও ॥

কর্ষিত মৃত্তিকার গর্ভে যারা আনে সম্ভাবনা ফসলের
তারাই এ মাটির খাটি সন্তান, গর্ব আমাদের ॥

তারাই মহৎ, তারাই মানব
এই মাটিই যাদের সব –
আমার গানে তাদেরই স্তব শুধু করতে দাও,
তাদের সাথে প্রাণের একাত্মতা ঘোষণা করতে দাও ॥

দেশ আজ দেখেছে অনেক

দেশ আজ দেখেছে অনেক
শোষণ শাসন ত্রাস,
জনগণ ত্রাতা সেজে
জনগণের রক্ত গ্রাস।

দেখেছে অনেক ফাকি
শুনেছে অনেক মিথ্যে বুলি,
কোনদিন ভরে নাই
তার আশার শুন্য ঝুলি।

দেশ আজ চায়
ঝড়ে ঝঞ্জায় হুমকীর মোকাবেলায়
সত্য-সাহসে সে ছেলে
অটল দৃঢ় মহীরুহ প্রায়।

যে ছেলের কথায়
আর কাজে অনবদ্য মিল
দেশ আজ চায়
সেই ছেলে উদ্যমশীল ॥

ঢাকার গান

এই যে ঢাকা মহানগরী ঢাকা
কত আশা আর নিরাশায় ঢাকা,
আলো ঝলমল রাজধানী ঢাকা
আলোর নীচেই অন্ধকারে ঢাকা ॥

কত লোক আসে যায় এখানে
আপন আপন ভাগ্যের অন্বেষণে,
কেউ দুর্ভাগ্য নিয়ে ফিরে যায়
কারো ঘুরে যায় ভাগ্যের চাকা ॥

কেউ দ্রুত সিড়ি বেয়ে উঠছে
আর কেউবা চাপা পড়ে মরছে
দিবানিশি কত খেলা জমে এখানে
সব নিয়েই এখানে বেচে থাকা ॥

ঢাকা এক সুন্দরী নারীর মতন
ভেতরে যার নেই সুন্দর মন,
বড় বড় কত কথা হয় এখানে
কাজের বেলা দেখি সব ফাকা ॥

কত বড় মাপের বক্তরা আসেন
সভা সেমিনার বাজিমাৎ করেন-
মানুষের ভাগ্য বদলের কথা বলে
নিজ ভাগ্য ফেরাতে তারা পাকা ॥

আজকে সবাইকে বুঝতে হবে
নিজের ভাগ্য নিজে বদলাতে হবে–
তুলে লও হাতে কাস্তে ও হাতিয়ার
বদলাতে আপন ভাগ্য-রেখা ॥

ঢাকা আমার স্বপ্নের নগরী ঢাকা

ঢাকা আমার স্বপ্নের নগরী ঢাকা
তোমার যান্ত্রিক জীবনের নীচে
বিবেক, বুদ্ধি মানবতা
পড়ে গেছে ঢাকা ॥

প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের চলে দিনমান
হয় ক্ষমতার পালাবদল-
কান পাতলেই শোনা যায়
নীরবতার মাঝে
কিসের যেন হাহাকার-মাখা ॥

মানুষের অসম্বৃত দীর্ঘশ্বাস
ভারী করে তুলে নগরের বাতাস
বিষাক্ত কালো ধোয়ায়
সূর্যের আলো পড়ে ঢাকা।

এখানে আলোর নীচে জমে অন্ধকার
উচু প্রাসাদ ইমারতের সাথে
পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলে বস্তির সমাহার॥

এখানে কেউ কারো রাখেনা খবর
অসম প্রতিযোগীতা চলে দিনভর-
পাষাণ নগরী ও পাষাণের মাঝে
মানুষ এখানে হয়ে গেছে খুব একা ॥

এই স্মৃতির শহর ঢাকা

এই স্মৃতির শহর ঢাকা
এই প্রাণের শহর আমার
বাইরে তার চাকচিক্য-ভরা
তবু ভেতরে যেন হাহাকার ॥

দিনের আলো না ফুটতে সবাই থাকে ছুটতে
উন্মত্ত প্রতিযোগীতায় সবাই উঠে মেতে।
ফলে কেউ যেতে পারছে না এগিয়ে
সবার দেরী হয়ে যাচ্ছে,
পিছিয়ে পড়ছে সবাই বারবার ॥

আলো-ঝলমল এই মহানগরী আমার
আলোকের নীচে কত যে অন্ধকার–
উচু দালান কোঠার পাশে ঘিঞ্জি বস্তির সমাহার ॥

শহর উপশহরের পাশাপাশি অলিগলি-বস্তি
সৌখিন নগরবাসীর চোখে জাগায় অস্বস্তি–
এখানে কত সভা সমিতি শিক্ষাঙ্গন
তবু বিবেকের শিক্ষায় অশিক্ষিত মানুষ এখানকার ॥

ঢাকা আমার আলো-ঝলমল স্বপ্ননগরী ঢাকা

ঢাকা আমার আলো-ঝলমল স্বপ্ননগরী ঢাকা,
তুমি শুধু স্বপ্ন দেখিয়েছ–
যত না দিয়েছ
তারও বেশী কেড়ে নিয়েছ ॥

মাঝে মাঝে মনে হয় এমন
তুমি যেন বিগত যৌবনা পতিতার মতন,
কোন শ্রী নেই–
কেবল বাইরে তুমি রঙচঙ মেখেছ ॥

তোমার বাইরের রূপ দেখে কতজন
ছুটে আসে পতঙ্গের মতন,
তুমি যৌবনের লোভ দেখিয়ে
কতজনকে নিঃস্ব করেছ ॥

এই যে মহানগরী সবাই ছুটছে

এই যে মহানগরী সবাই ছুটছে,
যেতে চায় আগে–
খোজ রাখে না
কে পড়ে রয় পশ্চাৎ-ভাগে ॥

এ এক নিষ্ঠুর প্রতিযোগীতা,
যেখানে নেই মানবিকতা–
অন্যকে হারিয়ে
নিজের সফলতা সবাই মাগে ॥

কেউ ভাবে না হেরে গেল যে জন
সে ও তো আমাদেরই একজন–
তার ও বিজয়ীর হাসি
হাসতে ইচ্ছে জাগে ॥

যত সুন্দর আমার এ শহর

যত সুন্দর আমার এ শহর
তত সুন্দর নয় এ শহরের মন–
একটি শহর তবু তার
মানুষের মধ্যে শত বিভাজন ॥

একদিকে বিলাস বহুল বাড়ী আলীশান
দিনে দিনে চায় ছুতে ঐ উচু আসমান,
অন্য দিকে দিগন্ত সমান্তরালে
বস্তি বাড়ে সারাক্ষণ ॥

শহরবাসী কেউ কেউ খাবার নষ্ট করে
কতজন আবার না খেয়ে মরে,
এখানে নিরূপায় নগরবাসীর
দূর্বিষহ জীবনযাপন ॥

এই সৌখিন নগরীর রাস্তা যারা গড়ে
বিলাসী গাড়ীর নীচে তারাই চাপা পড়ে,
এই অসম জীবন যাপনে এখানে
হয়েছে বিবেকের মরণ ॥

এই শহরে একটা বাঘ এসেছে

এই শহরে একটা বাঘ এসেছে
বিশাল বাঘ
ইয়া বড় গোফ, সারা শরীরে ডোরাকাটা।
বাঘ বাঘ বললেই
শহরের রাস্তা নিমেষে জনশূন্য
ফাকা হয়ে পড়ে–
সবাই যে যার মত পালায়।
ফুটপাতের বিক্রেতা
তার পসরা ফেলে দৌড়য়,
কেউবা তার লটবহর
কোনরকম জাপটে ধরে বেসামালভাবে
কিছু ফেলতে ফেলতে ছুটে রুদ্ধশ্বাসে,
দোকানীরা তড়িঘড়ি করে দোকানের ঝাপ ফেলে,
বাড়ী-ঘরে শিশুরা মায়ের কোলে মুখ লুকায়।

আবার একসময় ভীত মানুষেরা,
লোকালয়ের মানুষেরা,
বনের কল্পিত দুর্ধর্ষ বাঘের বিরুদ্ধে
মনে সাহস সঞ্চয় করে–
আবার দোকানের ঝাপ খুলে
রাস্তায় পথচারী নামে,
শিশুরা মায়ের কোল থেকে
বিছানা ছেড়ে নেমে আসে।

আবার এক সময় বাঘের প্রসঙ্গ উঠে
দ্রুত আতংক ছড়ায় বিদ্যুৎ বেগে–
অথচ সেই ভীতিকর জন্তু দানবটা কেউ দেখেনি।
সবাই বলে অমুক দেখেছে,
অমুককে জিজ্ঞেস করলে বলে
অমুক দেখছে–
এইভাবে দিন যায়।
বাঘের আতংকে যেন কত যুগ ধরে
মানুষ গৃহবন্দী হয়ে আছে,
স্বাধীন মানুষের স্বাভাবিক জীবন বিপর্যস্ত...

অবশেষে একদিন যখন
আতংকিত মানুষের চীৎকারে
নিজেই আতংকিত হয়ে
বাঘ নিজেই বনের থেকে বেরিয়ে এলো জনপদে
তখন দেখা গেলো কেউ পালালো না।
সবাই ঢাল সড়কি,তলোয়ার নিয়ে
বাঘকে ঘিরে ফেললো–
এক সময় মেরে ও ফেললো।
সেই বাঘের মৃতদেহ পচে গলে
এক সময় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো–
দেহাবশেষ কিছুই আর অবশিষ্ট রইলনা;
অথচ সেই আতংকময় দিনগুলির স্মৃতিচিহ্ন
বহুদিন মানুষের মনে জেগেছিল ॥

পত্রিকার পাতা খুললেই

পত্রিকার পাতা খুললেই
প্রতিদিন চোখে পড়ে মৃত্যু–
প্রকাশ্য দিবালোকে খুন,
আততায়ীর হাতে নিহত
অজ্ঞাতনামা যুবকের মৃতদেহ,
নয় তো ধর্ষিতা কিশোরীর বিকৃত লাশ।

আমার বাংলাদেশ তবে কি একদিন
বিশাল বধ্যভূমি হয়ে যাবে,
আর দেশ জুড়ে থাকবে খুনীরা ?
আমার বাংলাদেশ তবে কি একদিন
খুনীদের দখলে চলে যাবে,
টকটকে তাজা সদ্য প্রস্ফুটিত লাল গোলাপের চেয়ে
এখানে মূল্য পাবে
খুনীর হাতের রক্তমাখা রঙীন ছুরি,
মৃত্যুপথযাত্রীর আর্তনাদের চেয়ে
তবে কি একদিন এখানে মর্যাদা পাবে
ঘাতকের ক্রুর অট্টহাসি।

পথের পাশে সদ্য নিহত
কোন মানুষের রক্তমাখা লাশ দেখে
একদিন অভ্যস্ত চোখে
পাশ কেটে চলে যাব ভাবান্তরবিহীন
লজ্জাহীন পশুদের মত
বিবেকহীনতার সগৌরবে।
আর কতকাল আমরা
দাড়িয়ে থাকবো নির্লজ্জের মত
নিষ্ক্রিয় নির্বাক হয়ে
প্রিয় স্বদেশের রক্তমাখা লাল পটভুমিতে ॥

হে বিশ্ববাসী মহারাষ্ট্রনায়কগণ

হে বিশ্ববাসী মহারাষ্ট্রনায়কগণ, জেনে রাখুন
আমার বাংলাদেশ সংবৎসরই দূর্যোগ-কবলিত।
কোন বিচ্ছিন্ন এলাকা নয়,
আমার পুরো বাংলাদেশই একটা দূর্গত এলাকা।
এখানে বন্যা, ঝড়, সাইক্লোন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ
বৎসরে একবার কি দু'বার বিধ্বস্ত করে
প্রিয় বাংলাদেশের জনপদ;
অথচ সারা বৎসরই
আমার দেশবাসীর গৃহ থাকে ছাউনিবিহীন,
সংবৎসরই হাঘরে হাভাতে থাকে দরিদ্র দেশবাসী।
আমার বাংলাশেকে সব সময় কুরে কুরে খায়
স্বদেশী বিদেশী মহাজন দালাল
মজুতদার কালোবাজারী লুটেরা–
আমার বাংলাদেশ যুগ যুগ ধরে অঘোষিত দূর্গত এলাকা।

কেবল দারিদ্র রেখার নীচেই আমাদের বসবাস নয়–
মানবতা রেখার নীচে ও আমাদের অবস্থান।
এখানে মানবতা লাঞ্ছিত হলে কেউ ধার ধারে না–
পথের ধারে অযথা সন্ত্রাসীর হাতে
কেউ চপেটাঘাত খেলে অন্যরা মুচকী হেসে চলে যায়,
ছিনতাইকারীর হাতে স্বর্বস্ব
লুট হতে দেখে কর্তব্যরত পুলিশ
উর্ধ্বাকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে নব্য দার্শনিকের মত।

বুকের মধ্যে লাঞ্ছনা অপমান লুকিয়ে
আর উদরের মধ্যে সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা পুষে
দিব্যি আমরা ভোটকেন্দ্রে যেয়ে
ভোট দিয়ে রাজা উজির বানাই–
রাজা উজির হয়ে তারা
চর্ব-চুষ্য, লেহ্য, পেয় সবই পান করে।
উদরের স্ফীতি বাড়িয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলে।
আর আমরা তা দেখে ধন্য হই,
প্রজাহিতৈষী রাজ-অমাত্যগণ বলে
তাদের বাহবা দিই বাধ্যতামূলকভাবে।
হবুচন্দ্র রাজার অধীনে গবুচন্দ্র মন্ত্রীশাসিত দেশে
বলতেই হয় আমরা ভাল আছি,
মন্দ আছি বলতে গেলে
যেখানে মন্দ পরিণামের ভয় আছে ॥

কবিতায় আর গানে বহুবার

কবিতায় আর গানে বহুবার
স্বদেশকে নিয়ে কাব্য করা হল সার,
বুকের রক্তে লিখবো এবার স্বাধীন বাংলাদেশ ॥

যুগে যুগে কত হায়েনারা হানা দিয়ে এখানে,
ফিরে গেছে তারা চরম ব্যর্থ হয়ে–
উদ্ধত প্রতিরোধের মুখে মুক্ত রেখেছি স্বদেশ ॥

যখন উদ্ধত অন্যায় অবিচার
স্বদেশের প্রিয় মাটিতে করেছে বাহু বিস্তার–
ভালবাসার অহংকারে মোকাবিলা করেছি আপ্রাণ॥

আমাদের চেতনায় চেতনায় এখন
সেই দুঃসাহসের দৃপ্ত প্রতিফলন–
আমরা পথে নেমেছি যখন, কে রুখবে এ অগ্রাভিযান ॥

জনতার বাধ-ভাঙা জোযারে
কাপন জাগাবো কাযেমী স্বার্থের প্রাচীন প্রাচীরে–
শোষকের ভিত নড়ে উঠবে এবার ॥

শোষকের হাতে যারা হয়ে বঞ্চিত
মিথ্যে ভাগ্যকে দায়ী করছে প্রতি নিয়ত–
তাদেরকে প্রকৃত শত্রু চিনিয়ে দেবো এবার ॥

ঘুমিয়ে আছে যারা তাদের ঘুম ভাঙাবো এবার
মানুষের হাতে ফিরেয়ে দেবো হৃত অধিকার–
মুক্ত করবো প্রিয় স্বদেশ– আমার বাংলাদেশ॥

পত্রিকার পাতা খুললেই চোখে পড়ে

পত্রিকার পাতা খুললেই চোখে পড়ে
আহত আর নিহতের সংখ্যা সম্বলিত শিরোনাম।
আমার বাংলাদেশ পুরোটাই কি একদিন
পিজি হাসপাতালের ক্যাজুয়েলটি ওয়ার্ড হয়ে যাবে?
আহত নিহতের আর্ত চিৎকারে
আর দুর্বৃত্তের বর্বর উল্লাসে
পাখীর গান নদীর কলতান চাপা পড়ে যাবে।
দেশ জুড়ে রাজত্ব করবে
ছিনতাইকারী, খুনী,সন্ত্রাসী আর দুর্বৃত্তরা ?

আমাদের পিচঢালা কালো রাজপথ কি একদিন
নিহতদের তাজা রক্তে আপন বর্ণ হারিয়ে
লাল রাজপথ হিসেবে পরিচিতি পাবে।
কবে আমাদের পবিত্র সংবিধানের তালিকায়
স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি অন্তর্ভুক্ত হবে ?
ক্ষুধা, দারিদ্র, বঞ্চনামুক্ত
স্বাভাবিক জীবনযাপনের অধিকার স্বীকৃতি পাবে ॥

আমাকে কিছুই বলতে দেয়া হচ্ছে না

আমাকে কিছুই বলতে দেয়া হচ্ছে না
কিংবা বলতে দিলেও
প্রশ্ন করার সীমানা চিহ্নিত করা হচ্ছে,
প্রধান অতিথি বিব্রত হন
এমন ধরণের প্রশ্ন থেকে বিরত থাকতে
বলা হচ্ছে।
অবারিত বাকশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করতে
আমার মুখে অদৃশ্য কুলুপ এটে দেয়া হচ্ছে।

আমি যখনই আমার অধিকার
মানুষের অধিকার নিয়ে কথা বলতে গেছি,
আমার মইক্রোফোন কেড়ে নেয়া হচ্ছে,
নয়তো শব্দযন্ত্র বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে ॥

জঠরে অদৃশ্য ক্ষুধার জ্বালা নিয়েও
উপস্থিত খাদ্যমন্ত্রককে
দূর্ভিক্ষের বিষয়ে প্রশ্ন করতে
নিষেধ করা হচ্ছে,
তবে তাকে সঙ্গীত বিষয়ে
প্রশ্ন করতে বাধা নেই।

রাষ্ট্রনায়ককে রাষ্ট্রের দুর্দশার
দিকে ইঙ্গিত করে কিছু বলা যাবেনা,
মাননীয়ের অবমাননা হবে ।
কিন্তু এই যে আমি অনাহারে অর্ধাহারে মৃতপ্রায়,
জীর্ণবস্ত্রে লজ্জা ঢাকার ব্যর্থ প্রয়াস চালাচ্ছি,
আমার বেচে থাকার অধিকার
জীবনের অধিকারকে যারা অবমাননা করলো,
হায়, সেটা কোন আইনে মানবতার অবমাননার
সংজ্ঞায় পড়ল না।

অথচ যারা বিন্দুতম মানুষকে ভালবাসেন
মানবতা সম্পর্কে যাদের কণা পরিমাণ আস্থা আছে,
তারা প্রকাশ্যে না হোক গোপনে স্বীকার করবেন
এর চেয়ে বড় অবমাননা
মানুষের পৃথিবীতে আর হতে পারে না।
এতবড় অবমাননাকে
বিনা বিচারে শাস্তিহীন ছেড়ে দেয়া যায় না ॥

বন্ধু বলতে পারো কি

বন্ধু বলতে পারো কি
একই আকাশের নীচে একই মাটির পরে দাড়িয়ে,
তবু কেন এত ব্যবধান ?
একই আকার আকৃতি, একই রক্ত প্রবাহ ধমনীতে
তবু পাইনা মানুষের সম্মান ?

পরের অন্ন করে উৎপাদন
কেন নিরন্ন থাকি আজীবন ?
আমাদের উৎপাদিত ফসল
অন্যের গোলায় আনে ফসলের বান।

আমাদের হাতে উৎপাদিত পণ্যে
আমরা অধিকার পাব না কি জন্যে ?
কেন শিল্পের সাথে শিল্পীর এই ব্যবধান ?

যারা মাঠে ফলাবে ফসল

যারা মাঠে ফলাবে ফসল
বলতে পারো তারা কেন মরবে অনাহারে?
মাটির ফসল কেন তাদের হবে না
ফসল ফলায় যারা বৃষ্টিতে ভিজে রোদে পুড়ে?

কলে কারখানায় যারা উৎপাদন করবে
উৎপাদিত পণ্য কেন তাদের হবে না ?
এ অন্যায় মেনে নেয়া যায়না–
প্রচলিত এ প্রথা বন্ধ করতে হবে।

আজ থেকে লাঙ্গল যার জমি তার
আজ থেকে জাল যার জলা তার–
উৎপাদনের সাথে সম্পর্কহীন মালিকানা
আমরা মানি না, মানব না ॥

বন্ধু তুমি বুকে নিয়ে সাহস,বাহুতে বল

বন্ধু তুমি বুকে নিয়ে সাহস,বাহুতে বল
এগিয়ে চল লক্ষ্যে থেকে অবিচল ॥

ভয় ভীতি প্রলোভনে তুমি
হইও না কখন ও বিপথগামী–
তোমার দুর্গম পথে আদর্শই সম্বল ॥

চক্রান্তে ষড়যন্ত্রে হইও না ভীত
বিপদ বাধায় থেকো অবিচলিত–
জানি তুমি একদিন হবেই সফল ॥

বন্ধু তোমার চেতনার আলো

বন্ধু তোমার চেতনার আলো
সবার মনে জ্বালো,
তুমিই পারো সবাইকে জাগাতে।

বাইরের আধার দূর হলে তবে
ঘরের আধার আলোকিত হবে,
মনের আধার দূর করতে হবে
সত্যকে এবার জানতে।

যা চলছে তা চলতে দেয়া যায়না
যেভাবে চলছে তা মেনে নেয়া যায় না,
আমরা কান পেতে আছি
তোমার আহ্বান শুনতে ॥

আধার দেখে বন্ধু তুমি

আধার দেখে বন্ধু তুমি
শুধু শুধু মন খারাপ করনা,
পৃথিবীতে শুধু আধার নয়
আলোও আছে চেয়ে দেখ না ?

রাত যতই দীর্ঘ হোক
রাতেরও শেষ আছে–
রাতের শেষে নতুন সূর্য
জানায় সম্বর্ধনা ॥

রাত শেষ হবে না ভেবে
ঘুমিয়ে থাকো যদি তবে,
আলোয় ভরা দিন তুমি
তাহলে দেখতে পাবে না ॥

বন্ধু তুমি সত্যকে জেনেছ

বন্ধু তুমি সত্যকে জেনেছ
তোমার কিসের ভয় ?
আপন আলোকে আলোকিত তুমি,
আধার তোমার কাছে
মানবে পরাজয় ॥

তোমাকে হারলে চলবে না
এগিয়ে যেতে হবে,
তোমার আলোকে সবাই পথ চলবে।
ক্ষুদ্র কুটিরে সুখ নীড় রচনা
বন্ধু তোমার তো সাজে না–
তুমি জানো আদর্শের চেয়ে
মৃত্যু বড় নয় ॥

শোষক বঞ্চনাকারীদের জন্য
তুমি হবে ত্রাস,
তুমি সৃষ্টি করতে চলেছ
নতুন ইতিহাস।
তোমার দৃপ্ত পদক্ষেপে
নতুন যুগের সূচনা হবে,
এ বিশ্ব দেখছে তোমায়
নিয়ে চোখভরা বিস্ময় ॥

বন্ধু তুমি কেদনা

বন্ধু তুমি কেদনা
মনে করনা খুব একা,
কেউ যদি না থাকে পাশে
জেনো আমি আছি
তোমার খুব কাছাকাছি ॥

দুঃখের দিন শেষে
আলোর দিন উঠবে হেসে,
অনেক সুখে ভরবে তোমার মন
আমি বলছি ॥

মেঘ কেটে যায় এক সময়
রাত ও অবশেষে ভোর হয়,
আমি আজ তোমায় অভয়
জানাতে এসেছি ॥

যে বিধানে দিতে পারেনি

যে বিধানে দিতে পারেনি
ক্ষুধার অন্ন, পরণের বস্ত্র
যার কারণে জীবন বিপন্ন–
এই বিধান আজ অমান্য করতে হবে।
ঘুনে ধরা এ সমাজ ভাঙতে হবে ॥

দেখ পূব আকাশে সূর্য রক্ত-লাল
এসেছে আজ নবীন সকাল,
শত রাত্রির যত ভীরুতা ঝেড়ে ফেলে
সাহসে বুক বাধতে হবে ॥

যুদ্ধ তো অনিবার্য, যদি চাও মুক্তি
প্রকৃত অর্থে,
মুক্তি তো সূদুর-পরাহত
সমঝোতার শর্তে ॥

সত্য ও সুন্দরের আকাঙ্খা চিরন্তন

সত্য ও সুন্দরের আকাঙ্খা চিরন্তন
মানুষ তা পেতে চাইবেই,
যতবার নিভিয়ে দিতে চাইবে
ততবারই জ্বলে উঠবে, জেনে যাও ॥

তোমাদের থাকতে হবেই ভীত-সন্ত্রস্ত
তোমাদের ক্ষমা নেই জানবে,
প্রতিটি সকাল এ কথাই ঘোষণা করে
আধার রাত্রির অবসান হবে।

ষড়যন্ত্রের নীল নক্সা করে বানচাল
আমরা আনবোই অনন্ত প্রভাত–
দেখবো তখন কোন আধারে মুখ লুকাও ॥

পথের ধারে যে মানুষটি কাদছে

পথের ধারে যে মানুষটি কাদছে
কাছে যেয়ে শুধাও তারে 'কি হয়েছে'
একটু মাথায় হাত বুলিয়ে দাও না–
ভালবেসে দুটো কথা বলতে পয়সা লাগে না ॥

মানুষ ছাড়া পৃথিবীতে মানুষকে
কেইবা বল ভালবাসবে–
মানুষের সুখে-দুখে মানুষই তো সান্ত্বনা ॥

আজ কাউকে ব্যথায় কাদতে দেখে
ভেব না তোমার বিপদ গেছে কেটে–
কাল তুমি কাদবে না কেউ বলতে পারে না ॥

ঐ যে অকারণ হৈচৈ করে বেড়ানো

ঐ যে অকারণ হৈচৈ করে বেড়ানো
চঞ্চল প্রজাপতির মত ছুটে বেড়ানো ছোট্ট শিশুরা,
আমাদের প্রিয় আদরের ছোট্ট শিশুরা,
স্বর্গ হতে নেমে আসা ছোট ছোট দেবদূত
নিষ্পাপ অমলিন–
আমাদের আগামী পৃথিবী
আমরা যাদের হাতে তুলে দেব
আমাদের কৃতি সন্তান,
তাদেরকে মনের আনন্দে
ফুলের মত ফুটতে দাও।
জীবনের সব গ্লানি হতে ওদেরকে
দূরে রাখো।
ওদের হাতে এক একটি ফুল তুলে দাও
তারাও ফুলের মত সুন্দর হবে।

শোন শিশুরা, ছোট্ট সোনামণিরা,
পৃথিবীর সব গান তোমাদের জন্য
পৃথিবীর সব ছন্দ তোমাদের জন্য-
তোমাদের জন্য আমার সব ভালবাসা।
পৃথিবীর সব আনন্দে
তোমাদের অবিসংবাদিত অধিকার ॥

এই পৃথিবী আমার স্বদেশ

ঐ যে ক্ষুধায় কাতর মানুষ
করছে জীবনযাপন মানবেতর–
সেও আমাদের ভাইবোন, বন্ধু, একান্ত স্বজন।
ঐ যে রোগে-শোকে বিনা শুশ্রূষায়
পথের ধারে পড়ে আছে মূর্ছাহতপ্রায়,
সেও আত্মীয়, আমাদের একান্ত নিকটজন ॥

জগতে যত মানূষ আছে
সবাই মিলে আমরা একটি জাতি– মানবজাতি ;
এই পৃথিবী আমার স্বদেশ
এই পৃথিবীর মানুষ আমার দেশবাসী ॥

মানূষ ছাড়া মানুষের কে আছে আপন,
আমরা সবাই মিলে
গড়ে তুলেছি আমাদের এই পৃথিবী ;
আমাদের সম্মিলিত প্রয়াসে
বাসযোগ্য হয়েছে আজ এই ভুবন ॥